চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ
সমিতির সাংস্কৃতিক
বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৪ ফাল্গুন – ১০ ফাল্গুন, ১৪৩০ : ১৭ ফেব্রুয়ারি – ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 16, 17 February - 23 February, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতরত্নের তালিকায় প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসিমহ

রাও, কৃষক নেতা চৌধুরী চরণ সিং ও সবুজ বিপ্লবের জনক এম এস স্বামীনাথনকে এনে চমক দিল মোদী সরকার।

রবিবার : দিল্লিতে এক আলোচনাচক্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অমিত শাহ জানান লোকসভা ভোটের আগেই সারা দেশে চালু হবে সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। এই ঘোষণায় ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য।

সোমবার : পেটিএম পেমেন্ট সার্ভিসেসে চীনা লগ্নির নানাদিক

খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। তদন্ত করতে গড়া হয়েছে একটি আন্তমন্ত্রক কমিটি। এর আগে পেটিএমের ব্যাঙ্কের পরিষেবার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

মঙ্গলবার : সন্দেশখালি কাণ্ডের জেরে স্লোগান দেওয়ার

অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে চতুর্থবার সাসপেন্ড করা হল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারিকে। সঙ্গে আরও ৬জন বিধায়ক।

বুধবার : আদালতে অভিযোগ ছিল বিরোধীদের আটকাতে সমগ্র

সন্দেশখালি জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। মান্যতা পেল সেই অভিযোগ। কলকাতা হাইকোর্টে খারিজ হল এই ধরণের ১৪৪। পরে এলাকা ভিত্তিক লাগু হয় ধারা।

বৃহস্পতিবার: ভোট সামলাতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কুখ্যাত

কাশ্মীরকে পিছনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বোঝা গেল এ রাজ্যে নির্বিঘ্নে ভোট পরিচালনা কমিশনের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

শুক্রবার : মোদী সরকারের আমলে চালু হওয়া নির্বাচনী বন্ড

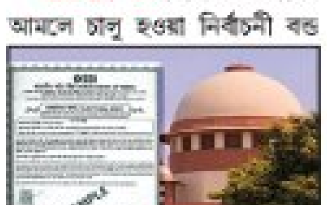

অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিল সুপ্রীমকোর্ট। এই বন্ড বিক্রি করে কাদের কাছ থেকে কোন দল কত টাকা তাও জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সন্দেশখালি : বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা জায়গা করে দিচ্ছে রাজনীতিকদের

ওঙ্কার মিত্র

২০১১-র আগে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণ অভ্যুত্থান ছিল মূলতঃ মাটি বাঁচানোর লড়াই। ২০২৪-এ সন্দেশখালিতে ভিটে মাটি বাঁচানোর লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারী সম্মান বাঁচানোর আকুতি। অথচ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রাণ সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জন্য তখন কাঁদলেও সন্দেশখালির জন্য এখন কাঁদছে না কেন? তবে কি গত ১৪ বছরে বুদ্ধিজীবীদের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে নাকি শরীর পঙ্গু করে দিয়েছে শাসকের দেওয়া সুখ? এমন নানা প্রশ্ন নিয়ে বঙ্গবাসীর মন এখন তোলপাড়। মাস খানেকের বেশি সময় আগে সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা বলে পরিচিত তৃণমূল নেতা শেখ সাজাহানের বাড়িতে ইডি-র আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে সেখানকার মহিলাদের সম্মান বাঁচাতে পথে নামা পর্যন্ত আজ অবধি কোনো হেলদোল দেখা যায়নি সেই সব বেঁচে থাকা বুদ্ধিজীবীদের যাদের মুখ দেখা গিয়েছিল পরিবর্তনের হোর্ডিংয়ে। ফলে এটা পরিষ্কার

বিজেপির কেন্দ্রীয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে রাজভবন থেকে বেরিয়ে আসছে। ছবি: অরুণ লোধ।

হয়ে গিয়েছে যে বুদ্ধিজীবীদের বা সুশীল সমাজের এই দীর্ঘ নীরবতা বাড়িয়ে দিয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের সক্রিয়তা। ভিটে মাটি সহ প্রতিবাদী বঙ্গ নারীদের যে লড়াই সুশীল সমাজের নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তার রাশ কেড়ে নিয়েছে এই বঙ্গের রাজনীতিকরা। তারাই এখন সামনে থেকে নেতৃত্বের নামে নিজেদের জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য থেকে কেন্দ্র, দলীয় থেকে প্রশাসনিক বিভিন্ন টিম এবং কমিশন ঘুরে গিয়েছে সন্দেশখালি। রাজ্যপালও অকুস্থলে গিয়ে বার্তা দিয়েছেন সন্দেশখালির সাধারণ মহিলাদের পাশে থাকার। সেখান থেকে সরাসরি দিল্লি গিয়ে নাকি দিয়ে এসেছেন রিপোর্টও। তবে এখনও পর্যন্ত দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য ছাড়া কোনও হেলদোল দেখায় নি কেন্দ্রীয় সরকার। বরং সাজাহানের বাড়িতে গিয়ে মার খেয়ে কেন ১৯ দিন পর ফের ইডি অভিযানে নামল তা নিয়ে উঠেছে সেটিংয়ের প্রশ্ন। এর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা দলবল নিয়ে হাজির হচ্ছেন সন্দেশখালির আশেপাশে। তবে একমাত্র শাসকদল ছাড়া বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলই ঢুকতে পারেনি অভিযোগের মূল ভূমিতে। এমন কি কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রতিনিধি দলকেও ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। রাজ্যপালের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাদের। তবে এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা

এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলায় ৯২০, কিন্তু...

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাংলার জন্য সবচেয়ে বেশি কেন্দ্র বাহিনী চাইল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই কেন্দ্র বাহিনীর সংখ্যা ৯২০ কোম্পানি। অথচ জম্মু-কাশ্মীরের লোকসভা নির্বাচনে লাগবে ৬৩৫ কোম্পানি। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন অনুভব করেছেন কাশ্মীরের থেকেও বাংলার পরিস্থিতি আরো খারাপ। আমরা পঞ্চায়েত ভোটেও দেখেছি। ভোটকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু তাজা প্রাণ ঝরে গেছে। নির্বাচনের আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব ঘটনা ঘটছে সেসব দেখে মানুষজন আঁতকে উঠছে। সন্দেশখালিতে যেসব ঘটনার ঘনঘটা আমরা দেখছি তাতে শাসকের যে হাল ভালো নয় তা উপলব্ধি করা যায়। তাই হাল যদি

খারাপ হয় তা ভালো করার জন্য শাসক কি করবে এখন থেকেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোয় অনেকেই হয়তো খুশি হয়েছেন। তবে উঠছে অনেক প্রশ্ন। আগেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী বলবৎ থাকা সত্ত্বেও শাসক দল তার ছন্দে বিভোর ছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পরিচালনা করে লোকাল থানার আইসি বা ওসিরা। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকল কিন্তু তাদের কাজে লাগানো হলো না এই বিষয়টা আগে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। আবার এমনও ঘটনা ঘটছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কিছু কিছু জওয়ান শাসকদলের নেতাদের কাছে বিক্রি হয়ে যায় কিছু টাকা এবং ভালো মন্দ খাবারের বিনিময়ে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উচিত শুধু কেন্দ্র বাহিনী নিয়োগ করাই নয় তাদের যাতে যথার্থ কাজে লাগানো হয় সেই ব্যাপারটাও নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের মনে আস্থা- ভরসা জাগানোর জন্য ভোটের অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্র বাহিনীকে নামানো উচিত। তা না হলে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেঁরোর মতো বিষয়ে পর্যবসিত হবে।

১৫ বছর পরেও সুন্দরবনের রেলপথ তৈরির কাজ অথৈ জলে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর আগে সুন্দরবনে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য মাতলা সেতুর উপর শুধুমাত্র রেল ব্রীজ তৈরির জন্য বেশ কিছু পিলার তৈরীর কাজ হয়ে থমকে রয়েছে।থমকে রয়েছে ক্যানিং থেকে ঝড়খালী পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ। রেল মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে ক্যানিং থেকে ঝড়খালী পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু জমি অধিগ্রহণ না হলে বৃহৎ এই প্রকল্প এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। জমি অধিগ্রহনের দায়িত্ব দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে বলে দাবী রেল মন্ত্রকের। যদিও রেলের তরফ থেকে এমন কোন নির্দেশ আসেনি বলে দাবী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনের। ফলে কবে এই রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ ফের শুরু হবে বা আদৌ হবে কি না তা নিয়েই সংশয় দানা বেঁধেছে।

গত ২০০৮ সালে তৎকালীন লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সুন্দরবনে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য সুন্দরবনবাসী তাদের আবেদন পত্র তুলে দেয়। তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের কাছে এ বিষয়ে লিখিত আবেদন করে সুন্দরবনে রেলপথ সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন

সোমনাথ বাবু। ২০০৯ সালে মমতা বন্দোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হওয়ার পর সুন্দরবনবাসীর আবেদন মেনে ক্যানিং থেকে সুন্দরবনের ক্যানিং-ভাঙনখালী ও পরে ঝড়খালী পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প ঘোষণা করেন। রেল বাজেটে এই কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দও করেন তিনি। মাতলা নদীর উপর সেতু নির্মাণ দিয়ে শুরু হয় এই রেল

এরপর পাঁচের পাতায়

দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে রক্তাক্ত পরিবার পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

কুনাল মালিক, বিষ্ণুপুর : গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধে ছটা নাগাদ ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বেতবেড়িয়া গ্রামে একটি পরিবারের ওপরে চড়াও হয় ১০-১২ জন দুষ্কৃতি। ওই পরিবারটির শম্পা সরদার নামে এক মহিলা ইতিমধ্যেই বিষ্ণুপুর থানায় জিডি করেছেন। জিডি নম্বর ১৭৩, তারিখ ১৪/ ২/২০২৪। অভিযোগে তিনি জানান, তার প্রতিবেশী শুভজিৎ বারিক যখন কাজ থেকে বাড়ি ফেরেন তখন ১০-১২ জন দুষ্কৃতি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার ওপরে চড়াও হয়। ওই মহিলা বাধা দিতে গেলে ওনাকো বেধড়ক মারা হয়। এমন কি শ্লীলতাহানির ও চেষ্টা করা হয়। ওই মহিলার দুই পুত্র এগিয়ে

এলে তাদেরকেও মারা হয়, একজনের মাথা ফেটে যায়। ওই মহিলার দেওরের স্ত্রী একটি ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাধা দিতে এলে ছোট শিশুটির মাথাতেও আঘাত করা হয়। দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা হল, অরুণ নস্কর, সেবক নস্কর, সঞ্জয় পণ্ডিত, ঝন্টু পণ্ডিত এবং দিলিপ পণ্ডিত। এরা সকলেই নাকি শাসক দলের আশ্রিত। ১৫ ফেব্রুয়ারি ওই মহিলা জানান থানায় লিখিত অভিযোগ সত্ত্বেও থানা সেভাবে তৎপর হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

১৫ বছর পর হাসি ফুটল চাকরিপ্রার্থীদের মুখে

অরিজিৎ মন্ডল, ডায়মন্ড হারবার : দীর্ঘ ১৫ বছর সংগ্রামের পর অবশেষে হাসি ফুটল ২০০৯ এর চাকরিপ্রার্থীদের মুখে। গত পাঁচ দিন ধরে ডায়মন্ড হারবার ডিপিএসি অফিসের সামনে অনশন ধর্ণার ডাক দেয় ২০০৯ সালের পাশ করা যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা। তাদের দাবি ছিল অবিলম্বে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশেষে আজ ডিপিএসসির চেয়ারম্যান সাংবাদিক সম্মেলন করে ৩৬৪ জনের প্যানেল প্রকাশ ও তাদের জয়েনিং লেটার দেওয়া হবে বলে জানান। অন্যদিকে অনশন মঞ্চে আসেন তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। তিনি দীর্ঘক্ষণ চাকরিপ্রার্থীদের সাথে কথা বলেন। কুনাল ঘোষের আশ্বস্ততায় চাকরি প্রার্থীরা অনশন ভাঙলেও খুশি নন এই নিয়োগ পত্রে। মূলত ২০০৯ এর চাকরিপ্রার্থীদের মোট ১৮৩৪ জনের মধ্যে ১৫০৬ জনের প্যানেল বেরিয়েছিল। যাদের নিয়োগ ও ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে বাকি ছিল ৩২৮ জন। অন্যদিকে ১৫০৬ জনের মধ্যে নন জয়নিং ছিল ৫৭৬ জন। আজ সেই মতোই প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে ৩২৮ জনের

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাষা সন্ত্রাসের মাঝে এপার বাংলায় ফের আসছে 'ভাষা দিবস'

শক্তি ধর

আর চার দিন পরে ২১ ফেব্রুয়ারির সূর্য উঠবে। পালিত হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পশ্চিমবঙ্গেও নেতা নেত্রী সহ ভাষাকর্মীরা শহিদ দিবসের স্মরণে ফুল চড়াবেন, ভাষা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেবেন, ভাষা শহিদদের প্রণাম জানাবেন। ঠিক এর ১৫ দিন আগে বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবীতে রাজ্যসভায় সরব হলেন তৃণমূলের সাংসদ জহর সরকার। তাঁর দাবি, 'আমরা বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ক্রমাগত আন্দোলন করছি। এ ব্যাপারে প্রস্তাব এনে চার খণ্ডের গবেষণা পত্র ভারত সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তাতে ব্যাকরণ, হরফ এবং বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে বাংলার প্রাচীনত্ব যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের, তা প্রমাণিত হবে।' জহর একজন প্রাক্তন আমলা। তিনি ভুলভাল বলবেন তা ঠিক নয়। ফলে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাবে ধ্রুপদী ঘোষণা না করলেও তার মর্যাদা, আভিজাত্য কিছুই কমবে না। বাঙালি যে বাংলা ভাষায় কথা বলে সেটা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জাতীয় স্তরে সম্ভবত তার স্বীকৃতির আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, কিছু রাজনৈতিকগত সুবিধা ছাড়া।

এবার একটু উল্টো দিকে তাকাতে হবে। গত দু'দশকের বেশি এই বাংলার রাজনীতিকদের মাতৃভাষা সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। সারা বছর টুকটাক সে সন্ত্রাস চললেও নির্বাচনের আগে রাজনীতিকদের মুখে তা চরম আকার ধারণ করে। ক্রমশ এই সন্ত্রাস বল্গাহীন হয়ে উঠছে। আশা আছে, ভোট যত এগোবে তত আমরা এই ভাষা সন্ত্রাসের ঘৃণ্য রূপ দেখতে পাব। শাসক থেকে

বিরোধী কেউই এই সন্ত্রাসের কৃতিত্ব ছাড়তে রাজী নয়। আজ এ যদি চারটে কুরুচিকর শব্দ বলে পরদিন আর একজন বলবে আটটি। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে শিক্ষা থেকেও বাংলাভাষা ক্রমশ ব্রাত্য হতে শুরু করেছে। স্কুলে গিয়ে, অফিসের টেবিলে বসে, গবেষণায় মন দিতে বাংলা ভাষার উপর নির্ভর করতে রাজী নয়। সকলেই চায় বাংলা ছেড়ে ইংরাজীকে আঁকড়ে ধরতে। দৈনন্দিন জীবনেও গর্বের সঙ্গে দু চারটে ভুল বাংলা বলা আরিস্টোক্রেসির নমুনা। শুধু উচ্চস্তরে নয় ভাষাসন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়েছে নীচের তলাতেও। পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং থেকে শুরু করে ছোটখাটো লিফলেটে ভুল বাংলা বানানের ছড়াছড়ি। গত কয়েকদিন ধরে সন্দেশখালির মা বোনেরা নেতাদের যে বাংলাভাষার নমুনা দিলেন তা ধ্রুপদীই বটে!

তাই জহরবাবুসহ যারা জাতীয় স্তরে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি এনে দিয়ে ঐতিহাসিক কাজ করার কথা ভাবছেন তাঁদের একান্ত অনুরোধ দিল্লিতে না পড়ে থেকে বাংলায় এসে ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন। যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে ভাষা সন্ত্রাসী বাঙালি বাংলা ভাষাকে পদদলিত করতে চাইছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। স্কুলে, কলেজে সাধারণ বাঙালির ঘরে ঘরে বাংলাভাষার মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। এবারের মাতৃভাষা দিবসে এটাই হোক বাঙালির সামনের এক বছরের একমাত্র কর্তব্য।

বন্ধ ১০০ দিনের কাজ, পেটের টানে বেরিয়ে প্রাণ কাড়ছে দুর্ঘটনা

১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, ধর্নায় বসেছেন। কেন্দ্র বারবার কাজ ও টাকা বন্টনে দুর্নীতির দিকে আঙুল তুলেছে। এরকম পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় আড়াই বছর ধরে কাজ না পেয়ে, কর্মীরা এখন কী করছেন, লোকসভা নির্বাচনে ১০০ দিনের কাজ কত বড়ো ইস্যু হতে চলেছে। এসব জানতে আলিপুর বার্তার সাংবাদিকরা হাজির হন জব কার্ড হোল্ডার, সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের কাছে। সেখান থেকে কী উঠে এল সেগুলোই কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করব। এবার বীরভূম।

অভীক মিত্র

প্রথম ঘটনা - ২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ভোর চারটে রামপুরহাট মনসুবা মোড়ে ১৪নং জাতীয় সড়কে চায়না ভ্যান-পিকআপ ভ্যান সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে তিন মহিলা শ্রমিক এবং হাসপাতালে একজন মারা যায়। জখম হয় ১১জন। মৃতরা হল- চিতুড়ি গ্রামের রাখি সর্দার (৪০), লীলা লেট (৪০), রাসমণি সর্দার (২১) এবং কাষ্ঠগড়া গ্রামের চুমকি ডোম (২২)। ১৫জন শ্রমিক চায়না ভ্যান করে রামপুরহাট ১নং ব্লকের চিতুড়ি গ্রাম থেকে ধান পুততে রামপুরহাট ২নং ব্লকের মাড়গ্রাম যাচ্ছিল। রামপুরহাট

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ। সভাধিপতি বলেন, ১০০ দিনের কাজ চালু থাকলে গরিবদের গ্রাম ছাড়িয়ে অন্য ব্লকে যেতে হতো না। দ্বিতীয় ঘটনা - ২০২২ সালের আগস্ট মাসের এক বিকালে ধান রোয়ার কাজ সেরে ফেরার পথে মল্লারপুর ৬০ নং জাতীয় সড়কে সরকারি বাস অটো সংঘর্ষে মারা যায় নয় আদিবাসী পুরুষ মহিলা। সকলের বাড়ি পারকান্দি গ্রামে। এই দুটি দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়েছিল ১৩ জন মানুষের যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজনীতি।

দীর্ঘদিন বন্ধ ১০০ দিনের কাজ কিন্তু সেই কথা শোনে না খিদে। বোরো চাষের মরসুমে ধান পোঁতার জন্য মাড়গ্রাম এলাকায় ৮ঘন্টা কাজ করে সাড়ে ৪০০ টাকা এবং খাবার দেওয়া হয়। তাই বোরো চাষের মরসুমে চায়না ভ্যান করে শ্রমিকরা মাড়গ্রাম এলাকায় যায়। ১০০ দিনের কাজ বন্ধের প্রভাব পড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। জেলার গ্রামগঞ্জের বহু মানুষ রোজগারের আশায় রাজ্য ছাড়িয়ে চেন্নাই, কেরালা, কাশ্মীর, গুজরাট সহ বিভিন্ন এলাকায় কাজ করে দিন গুজরান করছেন।

একদিকে সরকারি চাকরি পর্যাপ্ত না থাকা অন্যদিকে, দীর্ঘদিন বন্ধ ১০০ দিনের কাজ - সবমিলিয়ে বলতে গেলে গ্রামগঞ্জে অর্থনৈতিক বেহাল নগ্ন রূপ বেরিয়ে পড়েছে। তৃণমূলের দাবি, দীর্ঘদিন বন্ধ ১০০ দিনের কাজ যার প্রভাব পড়বে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যদিও সেটা মানতে নারাজ গেরুয়া শিবির।

উত্তরের আঙিনায়

নিরুদ্দেশ মেয়ের খোঁজে প্রশাসনের দ্বারস্থ মা–বাবা

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর: পরিবারের একমাত্র মেয়ে ১মাস ধরে নিরুদ্দেশ। মেয়ের আশায় দিনরাত কান্না এখন মা – বাবার সঙ্গী। কলেজে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি বর্ণীতা বর্মন নামে এক যুবতী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার ভোলানাথপুর এলাকায়। এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ থানায় মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও প্রশাসন এই ব্যাপারে এখনো তেমন কোন খোঁজ খবর করে উঠতে পারেনি। এ বিষয়ে মেয়েটির পরিবার জানান, প্রশান্ত মুর্মু নামে এক যুবকের উপর সন্দেহ রয়েছে তাঁদের এবং তাদের মেয়ে ওই ছেলের সাথেই যে কোথাও গেছে তারা নিশ্চিত সেই বিষয়ে এবং তাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট। জানা গিয়েছে, মেয়েটির বয়স ১৯ আর ছেলের বয়স ২২। মেয়েটির এবং ছেলেটির বাড়ি পাশাপাশি, তারা প্রতিবেশি। মেয়েটি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। ছেলেটিও সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। ছেলেটি আদিবাসী ও মেয়েটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের। ছেলেটির নাম প্রশান্ত মুর্মু আর মেয়েটির নাম বর্ণিতা বর্মন। উল্লেখ্য, গতমাসের ১০ জানুয়ারি মেয়েটি দুপুর ১২টার সময়ে কলেজে জুতো ফেরত দেবার নাম করে বাড়ির বাইরে বেরোলে তার পর আর বাড়ি ফেরেনি। বেরোনোর সময় মেয়েটি তার সমস্ত ডকুমেন্টস সঙ্গে করে নিয়ে যায় বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপর ১মাস হয়ে গেল মেয়েটি ও ছেলেটি দুজনেই নিখোঁজ।

সূত্রের খবর মেয়েটি এনসিসি করতো এবং ফুটবল খেলায় মেয়েটির ভালোই দক্ষতা রয়েছে। মেয়েটির বাবা রবীন্দ্রনাথ বর্মন উত্তর প্রদেশের একটি ভালো সংস্থায় কাজ করেন। মেয়েটির বাড়িতে এই প্রশান্ত মুর্মু নামক ছেলেটির ভালোই যাতায়াত ছিল। মেয়ে নিখোঁজ হবার দিন কয়েকের মধ্যে জানা যায় যে ছেলেটি মেয়েটিকে একপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। কারণ যেদিন থেকে মেয়েটি নিখোঁজ হয় সেদিন থেকে ছেলেটিও নিখোঁজ হয়। মেয়েটির বাড়ির লোক পরে অনেক প্রমাণ পেয়েছেন। পুলিশি তৎপরতায় মেয়েটির নম্বর ট্র্যাক করে জানা যায় যে ছেলেটি ও মেয়েটি প্রথমে গঙ্গারামপুর এ মিলিত হয়, তারপর মেয়েটির লাস্ট লোকেশন দেখায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল। তারপর থেকে মেয়েটির ফোন সুইচ অফ। মেয়েটির কোনো হদিস এখনো অবধি মেলেনি। তবে বিভিন্ন প্রশাসনিক মাধ্যম থেকে জানা গেছে যে ছেলেটি তার আধার কার্ড দিয়ে ৫টি সিম ব্যবহার করছে। আরও জানা গিয়েছে, ছেলেটি যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মেয়েটির বাড়ির লোকের দাবি যে মেয়েটিকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা হোক। মেয়েটির বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এবং সাংবাদিক ও প্রশাসনের কাছে কাতর আর্তি জানিয়েছেন, যাতে ছেলেটির কঠোর শাস্তি হয়। ছেলেটি মেয়েটিকে ফুসলিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলেই দাবি করেছেন মেয়ের পরিবারের।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে পশুরাজ সিংহের আগমন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : বেঙ্গল সাফারি পার্কে পশুরাজ সিংহের আগমন। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সম্প্রতি পশুরাজ সিংহের আগমন ঘটেছে। ত্রিপুরার জিওলজিক্যাল পার্ক থেকে দুটি সিংহকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানা গেছে। একটি সিংহর বয়স সাত বছর আরেকটি সিংহের বয়স পাঁচ। বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ এর আগমনে খুশির হাওয়া শিলিগুড়িতে। বিভিন্ন জীবজন্তু ছিল বেঙ্গল সাফারি পার্কে। এখন আগমন ঘটলো সিংহের। বেঙ্গল সাফারি পার্কে পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে পারে আশাবাদী পার্ক কর্তৃপক্ষ। তবে সিংহ দুটিকে এখনই পর্যটকরা দেখতে পারবেন না। তাদের এনক্লোজারে রাখা হয়েছে। সিংহ দুটিকে যথেষ্ট তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। কিছুদিন পর পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিলে তাদের দেখতে পারবে পর্যটকরা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ ফেব্রুয়ারি – ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মেষ রাশি : সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যজনিত কারণে ব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। যাঁরা কর্মরত তাদের কর্ম পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। প্রশাসনিক স্তরে কর্মরত, পুলিশ, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দিন নরসিংহের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : চাকরিতে সমস্যা হলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে আশাতীত সাফল্যে বিলম্ব। অর্জিত অর্থ পেতে সমস্যার হতে পারে।

প্রতিকার : শুক্রবার বৃদ্ধাদের দই ভাত খাওয়ান।

মিথুন রাশি : মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। গুরুজনের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে আরোগ্য না হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার গরিব বাচ্চাদের নোটবুক প্রদান করুন।

কর্কট রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে বিষয় আশয় নিয়ে মতানৈক্য বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে মান-সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডাজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা জপ করুন।

সিংহ রাশি : সন্তান থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। সন্তানের কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কোনো বাকবিতণ্ডা থেকে দূরে থাকুন নতুবা বিপত্তি ঘটতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। স্বজনের কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে। সাবধানে পথ চলা প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৯ বার 'ও আত্মারামায়' পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কোনো কাজ করার প্রতি অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জনের নতুন দিশা পেতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। ঠাণ্ডা জনিত রোগ, পায়ের ব্যথা পিঠের ব্যথা প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার রাহুর পুজো করুন।

তুলা রাশি : পারিবারিক সমস্যায় অতিরিক্ত অর্থব্যয় বৃদ্ধি। ভাই-বোনের কর্মসূত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের প্রয়োজন মেটাতে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হতে পারে। ভ্রমণ ব্যক্তিদের কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। শারিরীক ছাড়া বৃদ্ধি। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি, পারিবারিক ব্যবসায় বিশৃঙ্খলা।

প্রতিকার : নারায়ণকে পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সন্তানকে নিয়ে দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদেশ থেকে কোনো আত্মীয়ের আগমন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে না পড়াই শ্রেয়। নতুবা বিপত্তি ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হনুমানজীর পুজো করুন।

ধনু রাশি : কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নতির সুযোগ বিপক্ষে আসতে পারে। বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী রপ্তানির সুযোগ আসতে পারে। ভাই বোনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। নিকট জনের বিবাহে বাধা, দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অবলম্বন প্রয়োজন। গুরুজনের স্বাস্থ্যের ভুল চিকিৎসা হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবে নম' জপ করুন।

মকর রাশি : বিপরীত লিঙ্গের থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল হতে পারে। কর্মোন্নতিতে বাধা। সন্তান এবং ভাই বোনের আবদার মেটাতে গিয়ে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি, পদোন্নতি এবং প্রশংসা ও মান সম্মান বৃদ্ধি। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য না হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লেশ বৃদ্ধি। সমাজসেবামূলক কর্মে সুফল লাভ। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ শিব ওঁ শিব ওঁ' জপ করুন।

মীন রাশি : যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ও অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। ভাই বোনের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করা উচিত নতুবা বিপত্তি হতে পারে। ঋণ শোধের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি। ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। বিবাহের বাধা কেটের যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার কেতুর পুজো বা যজ্ঞ করুন।

কাজের খবর

রেলে ৫৬৯৬ লোকো পাইলট পদে ৩ বছর বয়সসীমা বাড়ল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচী, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, প্রয়াগরাজ, বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, মুম্বই, মজঃফরপুর, সেকেন্দরাবাদ, আজমের, জম্মু- কাশ্মীর, চণ্ডীগড়, ভোপাল, গোরক্ষপুর ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের ২১টি জোনে ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট' পদে ৫,৬৯৬ জন ছেলেমেয়ে নিয়োগের জন্য যে দরখাস্ত নেওয়া চলছে, তাতে বয়স ৩ বছর বাড়ানো হয়েছে অর্থাৎ, সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩৩ বছর করা হয়েছে।

প্রার্থীদের সুবিধার জন্য বিস্তারিত তথ্য আবার দেওয়া হল:

মাধ্যমিক পাশরা স্বীকৃত আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মিল রাইট মেন্টেনান্স মেকানিক, মেকানিক রেডিও অ্যান্ড টি.ভি., ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, ওয়্যারম্যান, ট্র্যাক্টর মেকানিক, আর্মেচার অ্যান্ড কয়েল ওয়াইন্ডার, মেকানিক ডিজেল, হিট ইঞ্জিন, টার্নার, মেশিনিস্ট বা, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স পাশ হলেও যোগ্য।

পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইল বা, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও আবেদন করার যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স বা, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক.) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরাও আবেদন করতে পারেন।

ওপরের সব শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেই যাঁরা এবছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু ফল বেরোয়নি, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন না। দৃষ্টিশক্তি দরকার A- 1. অর্থাৎ, দূরের বেলায় চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬, ৬/৬, কাছের বেলায় চশমা ছাড়া উভয় চোখে ০.৬, ০.৬।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৪'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে সাধারণ আর ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীদের বেলায় ২-৭-১৯৯১ থেকে ১-৭-২০০৬'এর মধ্যে। ও.বি.সি. প্রার্থীদের বেলায় ২-৭-১৯৮৮ থেকে ১-৭-২০০৬'এর মধ্যে। তপশিলী প্রার্থীদের বেলায় ২-৭-১৯৮৬ থেকে ১-৭-২০০৬'এর মধ্যে।

তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি'রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ও.বি.সি. হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত, প্রতিবন্ধী আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মী আর অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংপ্রাপ্তরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১৯,৯০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CEN No.: 01/2024.

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.বি.টি.-।) হবে। তাতে সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.বি.টি.-॥) হবে। এরপর কম্পিউটার বেসড অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট (সি.বি.এ.টি.) হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।

প্রথম ধাপের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় ৭৫ নম্বরের৭৫টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে। (১) অঙ্ক, (২) মেন্টাল এবিলিটি, (৩) জেনারেল সায়েন্স, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। জেনারেল ও ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ৪০%, ও.বি.সি., তপশিলী হলে ৩০%, তপশিলী উপজাতি হলে ২৫% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন।

দ্বিতীয় ধাপের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় থাকবে এই দুটি পার্ট: পার্ট-এ ও পার্ট-বি।

পার্ট-এ-তে থাকবে ৯০ মিনিটের ১০০টি প্রশ্ন, এইসব বিষয়ে: (ক) অঙ্ক, (খ) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, (গ) বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং।

পার্ট-বি-তে থাকবে ৬০ মিনিটের ৭৫টি প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর।

প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়। দুটি পার্টেই নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। পার্ট-এ'তে জেনারেল ও ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ৪০%, ও.বি.সি., তপশিলী হলে ৩০%, তপশিলী উপজাতি হলে ২৫% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। পার্ট-বি'তে ৩৫% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন।

পার্ট-এ'তে পাওয়া নম্বর দেখে মোট শূন্যপদের ৮ গুণ প্রার্থীকে কম্পিউটার বেসড অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই। সি.বি.এ.টি.-তে প্রতিটি ব্যাটারি টেস্টে ৪২ নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন।

চূড়ান্ত মেধা তালিকা তৈরির সময় দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্টের পার্ট-এ-তে পাওয়া নম্বরের ওপর ৭০% আর সি.বি.এ.টি. টেস্টের ওপর ৩০% ওয়েটেজ দেওয়া হবে। এরপর হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৩০-৭০ কেবির মধ্যে) আর কাস্ট সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র তপশিলীদের জন্য) ৫০০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য লাগবে। প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দরখাস্ত করবেন। তখন ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করার যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

সাধারণ প্রার্থীরা 'সি.বি.টি.-।' পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফী থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা 'সি.বি.টি.।' পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন (ব্যাঙ্ক চার্জ কেটে)।

কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় কোন ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন: কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbkolkata.gov.in, মালদহ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbsiliguri.gov.in, রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbranchi.gov.in, পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbpatna.gov.in, গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbguwahati.gov.in, আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে। www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbajmer.gov.in, বেঙ্গালুরু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbnc.gov.in, ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbilaspur.gov.in, - চণ্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbgkp.gov.in, জম্মু শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbgkp.gov.in, জম্মু- শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbjammu.nic.in, মুম্বই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmumbai.gov.in, মজঃফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmuzaffarpur.gov.in, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.rrbsecunderabad.gov.in, তিরুবনন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbthiruvananthapuram.gov.in. প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbald.gov.in ফর্ম পূরণ করতে ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক'টি শূন্যপদ তা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে পাবেন। এছাড়াও বিস্তারিত তথ্য ২৭ জানুয়ারি সংখ্যায় দেওয়া হয়েছিল।

কর্মসংস্থানমুখী উপার্জনে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে সারা রাজ্যে বেকার যুবক ও যুবতীদের সংখ্যা দিন দিন চলেছে। পড়াশোনার পাট শেষ করে চাকরির খোঁজে ব্যর্থ হয়ে এইসব যুবক যুবতীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এমনকি অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে। তাই তাদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এল হুগলি বৈদ্যবাটীর প্রজ্ঞা ভারতী। গত রবিবার দুপুরে শেওড়াফুলি সত্যজিৎ রায় ভবনে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উপার্জনমুখী কর্মশালার আয়োজন করে তারা। সংগঠনের সম্পাদক সব্যসাচী মুখার্জী বলেন, আমাদের সংগঠন আরও সচেতনতামূলক কর্মসংস্থান মুখী উপার্জন খুঁজে দিতে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামীদিনে বেকার যুবক যুবতীরা যাতে জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সঠিক দিশা পায় তার পথ নির্দেশ করাই তাদের কাজ। এদিন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন মালবিকা মুখার্জী, অর্পিতা দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর ঘোষ, প্রদীপ দত্ত, স্বপন কুমার পাল, সঞ্জীব কুমার বাগচি, তাপস গাঙ্গুলি, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র ভড় প্রমুখ। এখানে বিনামূল্যে সফটওয়্যার টেকনোলজি, এগ্রিকালচার, মুক্তাচাষ, টুর অ্যান্ড টুরিজম, বুটিক শিল্প, সমবায় ব্যাঙ্ক, সমিতি, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ও ঋণদান পদ্ধতিতে কিভাবে স্বনির্ভর হওয়া যায় তা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হল ক্যান্সার দিবস

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

প্রতি বছরের মতো এবারও ৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হল বিশ্ব ক্যান্সার দিবস বা বিশ্ব ক্যান্সার সচেতনতা দিবস। এই দিনটি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লু এইচ ও) ক্যান্সার প্রতিরোধ ও ক্যান্সার রোগীদের জীবনধারার মান উন্নয়নে ইউনিয়ন ফর ইন্টারনাশনাল ক্যান্সার কন্ট্রোলকে সহায়তা করে থাকে। এই সংস্থাটির সদর দপ্তর জেনেভায় এবং ১৭০ টি বেশি দেশ এর সদস্য। আজ বহু মানুষই এই মারাত্মক রোগটির শিকার হচ্ছেন। ক্যান্সারের বোঝা বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান এবং এর ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ সচেতনতার মাধ্যমে আজ অনেক ক্ষেত্রেই ক্যান্সার প্রতিরোধ, প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং দ্রুত চিকিৎসা সম্ভব। দ্রুত শনাক্তকরণের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই ক্যান্সার চিকিৎসার সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। ক্যান্সার চিকিৎসার মূলমন্ত্র আর্লি ডায়াগনোসিস এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট। ডব্লুএইচও র রিপোর্ট অনুযায়ী ক্যান্সার বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ। ক্যান্সার ২০১৮ সালে আনুমানিক ৯৬ লাখ মৃত্যুর জন্য দায়ী অর্থাৎ ৬ জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যুর কারণ ক্যান্সার। পুরুষদের মধ্যে ফুসফুস, কোলেরেক্টাল, পাকস্থলী এবং লিভার ক্যান্সার সবচেয়েবেশি হয়ে থাকে। অন্যদিকে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্তন, কোলোরেক্টাল, ফুসফুস, সারভাইকাল এবং থাইরয়েড ক্যান্সার সবচেয়েবেশি। এর মধ্যে দ্রুত ডায়াগনোসিস এবং সঠিক ও সময়োপযোগী চিকিৎসার মাধ্যমে স্তন, রক্ত মুখগহ্বর, প্রস্টেট, অন্ত্র ইত্যাদি বেশ কিছু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ নিরাময়সম্ভব। রোগী নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পালন করতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার স্ক্রিনিং পদ্ধতির সাহায্যে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্তন বা সারভাইকাল ক্যান্সারের সন্দেহজনক প্রাথমিক উপস্থিতির ডায়াগনোসিস সম্ভব – যেমন ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন এবং সারভাইক্যাল স্মিয়ার টেস্টিং। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার উন্নত মানের ডায়াগনোস্টিক প্রসিডিওর যেমন রক্তের টিউমার মার্কারের উপস্থিতি, জেনেটিক পরীক্ষা এমআরআই স্ক্যান, এন্ডোস্কোপি ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিক রোগ নির্ধারণ সম্ভব। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন উন্নততর রেডিওথেরাপি, টার্গেটেড কেমোথেরাপি, ইমিউনো থেরাপির সাহায্যে সঠিক চিকিৎসা সম্ভব। এছাড়াও বিভিন্ন ভ্যাকসিনের মাধ্যমেও অনেক ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে এর মধ্যে এইচ পি ভি হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন উল্লেখযোগ্য।

WHO'র পরামর্শ অনুযায়ী ক্যান্সার প্রতিরোধে প্রধান কারণগুলি

- সিগারেট এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকসহ তামাক ব্যবহার এড়িয়ে চলুন
- প্রচুর ফল এবং সবজি সহ একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট খান
- নিয়মিত ব্যায়াম
- অ্যালকোহল ব্যবহার সীমিত করুন
- নিরাপদ যৌন অভ্যাস
- হেপাটাইটিস বি এবং হিউমান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) এর বিরুদ্ধে টিকা পান
- অতিবেগুনী বিকিরণের এক্সপোজার হ্রাস করুন
- অপ্রয়োজনীয় আয়োনাইজিং রেডিয়েশন এক্সপোজার প্রতিরোধ করুন
- কঠিন জ্বালানীর গৃহস্থালী ব্যবহার থেকে শহুরে বায়ু দূষণ এবং অভ্যন্তরীণ ধোঁয়া এড়ান
- নিয়মিত চিকিৎসা সেবা পান।

শব্দবার্তা ২৮৩

১				২	■	৩	■
	■	■	■	৪			
	■	৫			■		■
	■		■	■	৬		৭
৮	৯		■	■		■	
■		■	১০			■	
১১				■	■	■	
■		■	১২				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অতিশয় গোপন, অপ্রকাশ্য ৪। প্রশ্নকর্তা ৫। অন্ধ, সন ৬। ব্যাধ ৮। সে কালে ১০। সম্পূর্ণ ১১। সফলতার খ্যাতি ১২। অভিনয় দক্ষ।

উপর–নীচ

১। সম্মোহিত ২। মনোভাব, ধারণা ৩। সরঞ্জাম ৫। কথা, বাক্য ৬। গাড়ি ১০। প্রেমিক।

সমাধান : ২৮২

পাশাপাশি : ২। আকাশকুসুম ৫। নগদ ৬। সত্যাগ্রহ ৮। বলাকা ৯। কলাই ১১। পরনার ১৩। ওস্তাদ ১৪। চাওয়া পাওয়া।

উপর–নীচ : ১। জনরব ২। আদবকায়দা ৩। শকল ৪। মন্দির ৭। আত্মকথাওয়া ১০। ইবাদত ১১। পরচা ১২। রনপা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

CamScanner

দুর্ঘটনা

বিধ্বংসী আগুনে ৪টি গরু জীবন্ত দগ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমার আড়া এলাকায় রাতের অন্ধকারে গোয়াল ঘরে লাগা বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে মরল দুটি অন্তঃসত্ত্বা গরু সহ চারটি গরু। খবর পেয়ে সকালে কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন মোহন হালদার সহ কয়েক শতাধিক মানুষ এলাকায় উপস্থিত হয়। সূত্রের খবর সনাতন আদিত্য নামক বছর ৭৫ এর এক বৃদ্ধ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গোয়াল ঘরে প্রতিদিন রাত্রি যাপন করতেন। সোমবার তিনি অনিবার্য কারণবশত আসেননি, হঠাৎ রাত্রি সাড়ে এগারোটা বারোটা নাগাদ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে চিৎকার করতে থাকেন এলাকার মানুষজন। নেভানোর জন্য পাম্প সেট সহ বালতি কলসি নিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু ততক্ষণ এই সব শেষ। চারটি গরু সহ জিনিসপত্র সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কালনায় ঝড়ের তাণ্ডবে ভাঙল মণ্ডপ

দেবাশিস রায়, বর্ধমান : বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝড়ের তাণ্ডবে কালনায় ভেঙে পড়ল বেশ কয়েকটি সরস্বতী পুজোর মণ্ডপ। বৈদ্যপুরে একটি ক্লাবের পুজোর গেট ভেঙে পড়ায় গুরুতর আহত হয় ১ কিশোরী। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবের মধ্যেই বেজে ওঠে বিষাদের সুর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবারের মতো এবারও কালনা শহর এবং সন্নিহিত এলাকায় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। নানারকম থিমের মণ্ডপ ও প্রতিমার পাশাপাশি চোখধাঁধানো আলোকসজ্জার ডালি সাজিয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণের সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। ফলে পুজোর আগের দিন থেকেই মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। কিন্তু, উৎসবের মাঝেই বৃহস্পতিবার বিকেলে ক্ষণিকের ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবের শিকার হয়েছিল অসংখ্য পুজোমণ্ডপ। কোথাও ডিজনিল্যান্ডের আদলে তৈরি প্যান্ডেল ভেঙে পড়েছে। কোথাও আলোকসজ্জার অসংখ্য গেট ভেঙেছে। এমনই একটি গেট ভেঙে পড়ে এক দর্শনার্থীর ওপর। সমুদ্রগড় এলাকার বাসিন্দা গুরুতর আহত ওই কিশোরীকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অসময়ের এই আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত ৩০-৩৫টি সরস্বতী পুজোমণ্ডপ। সেই সঙ্গে বেশকিছু গাছপালা ভেঙে পড়ার পাশাপাশি আরেক দফায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেন কলনা মহকুমা এলাকার অসংখ্য আলুচাষি।

নদী বাঁধ ভাঙনে আতঙ্ক হরেন্দ্র নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : রবিবার দিন বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের রামগোপাল পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার হরেন্দ্র নগর মন্দিরের ঘাটের কাছে গোবদিয়া নদীতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল অনুমানিক আড়াইশো ফুটের মতো নদী বাঁধ। এখনো ওই নদী বাঁধের বিরাট অংশে ফাটল রয়েছে। যে কোন সময় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা। গত বর্ষায় জরাজীর্ণ এই বাঁধ সংস্কার ঠিক ভাবে হয়নি। রবিবার রাতের এই ভাঙন ভাবিয়ে তুলেছে এলাকার মানুষদের। নদীতে জোয়ার হওয়ায় ইতিমধ্যে কিছুটা জল ঢোকা শুরু করেছে জমিতে ও স্থানীয় মানুষের বাড়ির উঠানে। এছাড়াও কিছু কিছু ঘরের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। পুকুরের বাঁধ ভেঙে নদীতে চলে গেছে সমস্ত মাছ। বাঁধ এইভাবে থাকলে আগামী কোটালেও জল ঢুকতে পারে এলাকায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক চিন্তাভাবনা চলছে। বিদ্যুতের খুঁটি থেকে আরম্ভ করে বড় বড় বোল্ডার, সবই নদী গর্তে চলে যায় এই ভাঙনের ফলে। এলাকার মানুষজনের দাবি এই সময়ে যদি এই বাঁধ ঠিকভাবে মেরামত না হয় তাহলে সামনের বর্ষায় এই এলাকা গোটা প্লাবিত হয়ে যাবে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিরা মাপজোক করে আপাতত অস্থায়ীভাবে নদীবাঁধটি মেরামতের কাজ শুরু করেছে। এলাকার মানুষের দাবি এই গ্রাম ও এই এলাকার সব মানুষজনকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে কংক্রিটের বাঁধ অবশ্যই দরকার। না হলে যেকোনো সময়ক্ষেত্রে ভেঙে যাবে এই নদী বাঁধ ও প্লাবিত হবে সম্পূর্ণ গ্রাম।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে মঙ্গলবার ১৩ ফেব্রুয়ারি আমতলার সিং রিং রোডের সন্নিকটে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচি রূপায়িত হল। গোটা ভারতবর্ষে এই কর্মসূচির প্রচার ও প্রসার হলেও পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের বাধায় তা করে উঠতে পারেনি বিজেপি। নরেন্দ্র মোদী সরকারের ১০ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রচার করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এই কর্মসূচির রাজ্যের কনভেনারের দায়িত্বে আছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুভাষ সরকার। তিনি নিজে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, সন্দেশখালি জ্বলছে, বামফ্রন্ট জ্বলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ চলবে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিরও প্রচার চলবে। তিনি বলেন খুব শীঘ্রই বারাসাত থেকে কলকাতা পর্যন্ত মেট্রো রেল হয়েছে তার উদ্বোধন হবে এর জন্য খরচ হবে ৫৫ হাজার কোটি টাকা। সুজন সাথী নামে যে কমবানি সহিংস রাজ্য সরকার দিয়ে থাকেন সেই টাকা এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এস সি এবং সংখ্যালঘু বৃত্ত নিগম থেকে। রাজ্যে ১১ কোটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেয়া হয়েছে। নরেন্দ্র মোদি সরকার গোটা রাজ্যে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে। ডায়মন্ড হারবারে যে মেডিকেল কলেজ হয়েছে তার ক্রেডিট পাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে এই রাজ্যে ৬১টি রেল প্রজেক্ট আটকে আছে। এই কর্মসূচির পর একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয় বিষ্ণুপুর থানা পর্যন্ত যায়। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কর্মসূচি এবং মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সর্দার, রাজ্য নেতা প্রীতম দত্ত, সহ-সভাপতি সুফল ঘাটু, কুতুবদের নস্কর, জেলার সাধারণ সম্পাদক দীপক হালদার, সম্পাদিকা তুলিকা চৌধুরী, সোমা ঘোষ, বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি তমাল সেনাপতি প্রমুখ।

কলেজ ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেল, বিহার থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : সুদূর বিহার রাজ্য থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করে আনল ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুজন দাস। ধৃতের বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার লালগঞ্জ মারেঙ্গা থানার কুটানি চক গ্রামে। জানা গিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সরদার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী খয়রুন্নেসা খাতুনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়ে কুটানি চক গ্রামের সুজনের। সম্পর্ক গাঢ় হতে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে চাপ দিতে থাকে সুজন। এমন কি বিয়ে না করলে তার পরিবারকে মৃত্যুর মুখে পড়তে হবে বলে হুমকি দেয় ওই যুবক। পরিবারের সকলকে বাঁচাতে এবং পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ওই কলেজ ছাত্রী গত ২০২২ এর ১৭ নভেম্বর কলেজে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়িতে আর ফেরেনি। মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ছাত্রীর বাবা। এদিকে বিহারের কুটানি চক থেকে সুজন ওই ছাত্রীকে নিয়ে যায় তার বাড়িতে। বিয়েও করে। অভিযোগ এরপর সুজন ও তার বাবা দুর্যোধন দাস, মা অনিতা দাস ওই ছাত্রীর উপর পাশবিক, মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু করে। এমনকী ২৫ লক্ষ টাকাও দাবি করে। এরপর কোনরকমে বিহার থেকে খয়েরুন্নেসা খাতুন ২০২২ এর ২০ ডিসেম্বর পালিয়ে চলে আসে ক্যানিংয়ের বাড়িতে। বাড়িতে চলে আসলেও তাকে ফোন উত্যক্ত করে নানা ধরনের হুমকি দেওয়া হতো। হুমকির মুখে পড়ে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে খয়েরুন্নেসা কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ২০২৩ এর ২২ জানুয়ারি মৃত্যু হয় খয়রুন্নেসার খাতুন (২০) এর। অন্যদিকে বিহারের ওই যুবককে ধরতে ক্যানিং থানার পুলিশ তৎপর হয়। পুলিশ তৎপর হলেও সুজনের টিকি খুঁজে পাচ্ছিল না। ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নির্দেশে এসআই তমাল দত্ত বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে ওই যুবকের খুঁটিনাটি উদ্ধার হয়। এরপর নির্দিষ্ট তথ্যের উপর নির্ভর করে ১০ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং থানার এসআই রাজু গুপ্তা, কনস্টেবল সুধাময় সন্ন্যাসী, প্রদ্যুৎ সরকার বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানে বিহার পুলিশের সাহায্যে রবিবার দুপুরে সুজন নামে ওই যুবককে ঘুমন্ত অবস্থায় তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। সোমবার রাতে সুজনকে নিয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ টীম ফিরে আসে। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয় ক্যানিং থানার পুলিশের তরফে।

মেয়ের মৃত্যুর জন্য অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় খুশি খয়রুন্নের পরিবার। মৃতের বাবার দাবি, 'পুলিশ যেভাবে তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।ক্যানিং থানার পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মেয়েকে তো আর ফিরে পাবো না। তবে ওই যুবকের যেন দৃষ্টান্তমূলক কঠোরতম শাস্তি হয়। যাতে করে কেউ এমন কাজ করতে সাহস না পায়।'

ব্যবসায়ী সমিতির ডেপুটেশন

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর: বর্তমানে জেলার আইনশৃঙ্খলার অবনতি, মাসের পর মাস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সারা জেলা জুড়ে মাদকদ্রব্য আমদানি এবং সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার দাবিতে হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কাছে স্মারকলিপি প্রদানে হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী থানা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হল। তারা তাদের সমস্যার কথা লিখিতভাবে জানিয়ে বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি জমা দেন। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা ব্যবসায়ী সমিতির হরিশ্চন্দ্রপুর শহীদ মোড়ে একত্রিত হয়। সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল হরিশ্চন্দ্রপুর ভেতর বাজার হয়ে গোটা হরিশ্চন্দ্রপুর পরিক্রমন করে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক পর্যন্ত যায়। তারপর হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয়। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন দাবি গুলি আছে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া এবং উক্ত দাবি গুলো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

অভিষেক গড়ে শুভেন্দুর হুংকার

কুনাল মালিক, বিষ্ণুপুর : ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের জয়রামপুর এর কাছে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক অগ্নিশ্বর নস্কর এবং ডায়মন্ডহারবার তিন মণ্ডলের সভাপতি খুশি লাল হালদার দীর্ঘদিন বিনা অপরাধে পুলিশি হেফাজতে ছিলেন। আইনি লড়াইয়ের পর তারা মুক্ত হয়েছেন। এদিনের সংবর্ধনা সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাদের সংবর্ধিত করেন। সেই সঙ্গে ৩৪ টি মণ্ডল সভাপতিদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শুভেন্দু অধিকারী এদিন তার বক্তব্যে বলেন, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে ভাইপোরাজ কায়েম হয়েছে।

তিনি আরো বলেন এখানে আগে বিগত দিনে গণতন্ত্র ছিল। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে নতুন তৃণমূলকে দেখেছে মানুষ। পঞ্চায়েত ভোটে রীতিমতো লুট করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে এই লোকসভা কেন্দ্রের ১৯ জন কার্যকর্তাকে গ্রেফতার করে অন্য জেলায় কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৭০০ বুথের মধ্যে প্রায় ১৩০০ বুথে বিজেপি প্রার্থী এগিয়েছিল। সাড়ে ৪০০ থেকে ৫০০টি বুথে অবাধে ভোট লুট করা হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীকে প্রচার পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন অগ্নিশ্বর নস্কর এবং খুশি লাল হালদারকে চাপ দেয়া হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য। কিন্তু তারা মাথা নত করেনি। দল তাই তাদের ভুলে যায়নি। আজ তাদের সংবর্ধিত করতে পেরে আমরা গর্বিত। সন্দেশখালি সম্পর্কে তিনি বলেন, সন্দেশখালি জ্বলছে মমতা হাসছে। সন্দেশখালি লড়াই করো। তিনি আরো বলেন আপনারা লিস্ট তৈরি করুন। কোনো বুথ সভাপতি, মণ্ডল সভাপতিকে যাতে পুলিশ ছুঁতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।

তিনি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করেন, ডায়মণ্ডহারবার লোকসভা আসনটি দেবেন তো। নিরবে বিপ্লব করবেন তো। কর্মী সমর্থকরা তার উত্তরে গলা মেলান। তিনি আরো বলেন আমরা ক্ষমতায় এলে সকলের পেটে ভাত, হাতে কাজ এবং মাথায় ছাদ হবে। ১০০০ টাকার পরিবর্তে আমরা ২০০০ টাকা করে মহিলাদের দেব। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সাড়ে চারশ টাকায় গ্যাস পাবেন। তিনি মমতা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করে বলেন আর একটা ভোটে মমতা জিতলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে।

এই সভায় অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদিকা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, রাজ্য নেতা প্রীতম দত্ত, উত্তম কর, নীতিশ মণ্ডল, দেবাংশু পণ্ডা, জেলা সভাপতি অভিজিৎ সর্দার প্রমুখ।

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় আইসির রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত : উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিকাণ্ডকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। এর মধ্যে বারাসত পুলিশ জেলার সদর শহর বারাসত থানার ইন্সপেক্টর ইন চার্জ (আইসি)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আসেন মৈনাক বন্দোপাধ্যায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৈনাকবাবু ২০১৩ সালে প্রথম আইসি হন। এরপর দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার হয়ে উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া থানার পরে আবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার পরে বারাসত থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বারাসত থানার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে চিরাচরিতভাবে সক্রিয় হন। যোগদান করার পরই সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রভাব যাতে বারাসত শহরের জনজীবনে না পড়ে, এজন্য আইসি মৈনাক বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বারাসত থানার পুলিশ প্রশাসনের একটি টিম গত শুক্র এবং শনিবার বারাসত শহরে রুট মার্চ করে। এই রুট মার্চের আওতায় ছিল কেএনসি রোড, কাছারি বাজার, তিতুমির বাস টার্মিনাস, ডিএম অফিস, কলমালিপুর, ন'পাড়া, হেলা বটতলা, কলোনি মোড়, ১১ নং রেল গেট, বারাসত পুরসভা রোড ইত্যাদি। নেতৃত্বে মৈনাক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন বারাসত এসডিপিও আজিম কে বিদ্যাধর।

নতুন করে ম্যানগ্রোভ বসানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবনের কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগ ওঠার পর বন দফতরের তরফে সেই জায়গায় নতুন করে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করে বন দফতরের কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, সুন্দরবনের কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ কেটে ভেড়ি নির্মাণের অভিযোগ ওঠে। গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর মধুসূদনপুরে নৈপুকুরিয়া নদীর চরে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ির কাছেই এই ঘটনা ঘটে। কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সাহাদাত শেখ এই ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, এ বিষয়ে কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।তবে এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।আর এই ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসে বন দপ্তর। গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নৈপুকুরিয়া নদীর চরে যেখানে যেখানে ম্যানগ্রোভ কাটা হয়েছিলো ঠিক সেই জায়গার মাটির পাঁচিল কেটে ফেলার কাজ শুরু করে বন দপ্তর। বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে যে স্থানে এই ম্যানগ্রোভ কাটা হয়েছে সেখানে নতুন করে ম্যানগ্রোভ বসানোর কাজ শুরু করেছে তাঁরা। যেখানেই ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হবে সেখানে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বন দফতরের পক্ষ থেকে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

চোরকে বলে চুরি করো গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকো

শ্রীতীরন্দাজ

চোরকে বলে চুরি করো। আর গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকো। এই দুমুখো নীতি- অবলম্বনের দ্বারা চৌর্যবৃত্তি কোনদিনই দমন হয়না। এদিকে ভূমি সংস্কার আইনের ক্ষেত্রেও দেখেছি সরকারের দুমুখো নীতি। একদিকে সরকার প্রচার চালাচ্ছেন বেনামী জমি উদ্ধার করো আবার অপরদিকে পরোক্ষভাবে বলে দিচ্ছেন ইনজাংসন দিয়ে রদ করো। সরকারের এই বিপরীত ধর্মী নীতির ফলে ভূমি চোরদের শায়েস্তা করা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না।

ভূমি সংস্কার বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানলাম বিগত বছর ২৪ পরগনা জেলায় সরকার ২০২৬১৬ একর বেনামী জমি উদ্ধার করেছে। তার মধ্যে মাত্র ২৪৫৯৫ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে স্থায়ী রায়তী স্বত্ব দিয়ে বিতরণ করা হয়েছে এবং ১৪৮৪১ একর জমির জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

অবশিষ্ট বেনামী জমি উদ্ধার করা সত্ত্বেও হাইকোর্টের ইনজাংসন জারীর ফলে জোতদারের ঘরেই থেকে গেল। জমির ফসল জোতদারের গোলায় উঠল। হিসাবমত জেলার উদ্ধারকৃত বেনামী জমির পাঁচভাগের একভাগ মাত্র ভূমিহীনরা পেয়েছে। অতএব ভূমিহীনদের সমস্যার সুরাহা হলো না। সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি ব্যর্থ হল। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার এই একই সমস্যা। আমার মতে মূল আইন বাতিল না হলে সরকারের ভূমিসংস্কার নীতি কার্যকরী হবে না। ভূমিচোরেরা আইনের পক্ষপুটে বহাল তবিয়তে থাকবে আর ভূমিহীনরা মারা পড়বে।

৮ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৮০, শনিবার।

রং দেখে পানীয় জলের সংযোগ হচ্ছে না : সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেবার জন্য। ডোঙাড়িয়া আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রজেক্ট টু থেকে এই জল সরবরাহ শুরু হবে আগামী মার্চে। এখন চলছে বিভিন্ন অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় পাইপলাইন সংযোগ এর কাজ। মূল রাস্তা থেকে ষাট ফুট দূরত্বে যাদের বাড়ি সেখানে পাইপ পৌঁছে যাচ্ছে। তবে বেশ কিছু অঞ্চল থেকে খবর আসছে এক একটি পাড়ায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাইপলাইন সংযোগ না করেই কন্ট্রাক্টাররা চলে গেছে। এবং মূল রাস্তা থেকে ৬০ ফুট পর্যন্ত লাইন পাতাও অনেক গ্রামে এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। সেই সমস্ত পাড়ায় বা অঞ্চলে জলের সংযোগ হবে তো? উঠছে প্রশ্ন। কিছু কিছু গ্রামে দেখা যাচ্ছে সার্ভের সময় যাদের নাম সংযুক্ত হয়নি তারা কি জল থেকে বঞ্চিত হবে।

বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য সজল আদক এই প্রসঙ্গে বলেন, নর্থ বাওয়ালী, সাউথ বাওয়ালী, ডি-রায়পুর, কাশীপুর-আলমপুর অঞ্চলে পাইপলাইনের সংযোগ বাকি থেকে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে নাকি রাজনীতির রং দেখে পাইপলাইনের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বজবজ দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুলান ব্যানার্জি বলেন, প্রতিদিনই আমরা বিষয়টি নিয়ে মিটিং করছি। আরো লোক নিয়োগ করা হচ্ছে পাইপলাইন সংযোগের জন্য। যেসব অঞ্চলে এখনো সংযোগ বাকি আছে খুব তাড়াতাড়ি পাইপলানের সংযোগ হয়ে যাবে। বিজেপি বা বিরোধী শিবির ইচ্ছা করে কুৎসা রটাচ্ছে। পানীয় জল সংযোগের ক্ষেত্রে তৃণমুল কংগ্রেস বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর জনসাস্থ্য দপ্তর কোন রাজনীতির রং বিচার করেনা। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই জল পাবেন।

মানবিক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে জনসাস্থ্য দপ্তর ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে। তাই বিরোধীদের বলবো কুৎসা অপপ্রচার না করে এই এই উদ্যোগে সহযোগিতা করুন। পিএইচির অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার ময়ূখ দে বলেন, যতক্ষণ না সবার বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন সংযোগ হচ্ছে ততক্ষণ প্রকল্প শুরু হবে না। সুতরাং অহেতুক আপনারা চিন্তা করবেন না। যেখানে যেখানে পাইপলাইনের সংযোগ হয়নি তার বিস্তারিত তথ্য আমাদের কাছে আসছে সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। যাদের নাম সার্ভের সময় বাদ গেছে তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ঠিক আমাদের কাছে নামের তালিকা চলে আসবে।

কুলতলিতে আবার বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ২ মৎস্যজীবির

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি: সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। আবারও বাঘের আক্রমনে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবির। মৃতের নাম শ্রীদাম হালদার (৪৬)। মৃত মৎস্যজীবির বাড়ি কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের গায়েনের চক গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলতলির গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের গায়েনের চকের বাসিন্দা মৎস্যজীবি শ্রীদাম হালদার বিশ্বজিত জানা, হাসান মোল্লা প্রদীপ সরখেল নৌকা নিয়ে গত ৭ ফেব্রুয়ারি কুলতলি থেকে সুন্দরবন জঙ্গলের নদী খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। গত সোমবার ভোরে গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ শ্রীদামকে টার্গেট করতে থাকে। আচমকা দ্রুত গতিতে একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্রীদামের ঘাড়ে। ঘাড় মটকে তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গীরা বাঘের কবল থেকে শ্রীদামকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়।গাছের ডাল ভেঙে বাঘের পিছু নিয়ে তাড়া করে। রুদ্রমূর্তি ধরে বাঘ মৎস্যজীবিদের সামনে রুখে দাঁড়ায়। দীর্ঘ প্রায় ঘন্টাখানেক চলে বাঘে মানুষের লড়াই।অবশেষে মৎস্যজীবির প্রতিরোধের মুখে পড়ে বাঘ শিকার ছেড়ে গর্জন করতে করতে পিছু হটতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এক সময় বাঘ ভয় পেয়ে দৌড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।আর শ্রীদামের সঙ্গী মৎস্যজীবিরা বাঘের কবল থেকে সঙ্গীকে উদ্ধার করে নৌকায় তোলেন। ততক্ষণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুর কোলে চলে পড়ে ওই মৎস্যজীবি। সোমবার বেলায় মৃত মৎস্যজীবির দেহ নিয়ে ফেরে সঙ্গী সাথীরা। মঙ্গলবার মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

মৃত মৎস্যজীবির বাড়িতে ৭০ বছরের বৃদ্ধ মা,স্ত্রী ১০ বছরের প্রতিবন্ধী এক মেয়ে ও ৭ বছরের এক মেয়ে সহ চার কন্যাসন্তান আছে । আচমকা এই দুর্ঘটনার কথা শুনে শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সকলে। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় হালদার পরিবার সহ সমগ্র গায়েনের চক এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।পাশাপাশি গত বৃহস্পতিবার তিন সঙ্গীকে নিয়ে সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল কাঁটামারি এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ সর্দারের (৪৫)। দুই সঙ্গীসাথী প্রদীপকে উদ্ধার করে কাঁটামারি গ্রামে হাজির হয়।

মৃত মৎস্যজীবির পরিবারের হাতে দ্রুত সরকারি ক্ষতি পূরণের টাকা তুলে দেওয়ার দাবি জানালেন এপিডিআর সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল। তিনি সোমবার বলেন, বারবার একই ঘটনা ঘটে চলেছে। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় সুন্দরবনের মৎস্যজীবিরা জঙ্গলে চলে যায় রোজগারের আশায়। তাই তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের দিকে সরকারের নজর দেওয়া দরকার। পাশাপাশি এদের মৃত্যুর পরে ক্ষতিপূরণ নিয়ে সরকারের টালবাহানা করলে চলবে না। দ্রুত তাদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরনের টাকা তুলে দিতে হবে।

CamScanner

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৭ ফেব্রুয়ারি – ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সন্দেশখালির কান্না

সন্দেশখালির মা কাঁদছে চরম অসভ্যতা ও বর্বরতার জন্য, তার সন্তানদের জন্য। সন্দেশখালির মাটি কাঁদছে, শস্য শ্যামলা সুফলা জমিকে হত্যা করে নোনাজলের ভেড়ি বানিয়ে নেবার জন্য। দেশভাগের প্রাক্কালে, লক্ষীপুজোর রাতে নোয়াখালির অজস্র মা বোনের সিঁদুর মুছে গিয়েছিল। তাদের সম্ভ্রম লুঠ হয়েছিল, জমে উঠেছিল লাশের পাহাড়। ধর্মের ভিত্তিতে সেদিন দেশভাগ হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি শাসক-রাজনীতিকরা।

সরস্বতী পুজোর প্রাক্কালে সন্দেশখালির বর্বরতা চোখে আঙুল দিয়ে আবারও একবার মনে করিয়ে দিল সুযোগ সন্ধানীরা যুগে যুগে থাকে। সেন্ট্রাল এজেন্সি না গেলে জানাই যেত না পশ্চিমবাংলা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সন্দেশখালির সামাজিক সংস্কার। লজ্জা লাগে তখনই যখন সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সুশীলসমাজ আর রাজনীতির আসনে বসা মানুষজন। ক্যামেরার সামনে বলা কথাগুলোকে 'সাজান' আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন না যারা তারা ভুলে যান মনুষ্যত্বের অপমানই হল মানবতার দুর্ভিক্ষ। বাংলায় আজ মানবতার দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। অন্যায়কে আড়াল করার বহু মানুষ এলেও অন্যায়কে অন্যায় বলা প্রতিবাদী শিরদাঁড়া সোজা রাখা সেই মানুষগুলি কি স্বপ্নের সমুদ্রে ভেসে গেলেন? ইতিমধ্যে সন্দেশখালির সন্দেশ সারা ভারতেই ছড়িয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অমিত শাহ মোদীজীরা এই বঙ্গে আসছেন। সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিনই নজর নতুন নানা খবর পাওয়া যাচ্ছে শেখ সাজাহানদের সম্পর্কে। আশ্চর্যের বিষয় এত দুষ্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড, এত অত্যাচারের দায় ভার কেন নিলেন এ রাজ্যের শাসক দল। সবটাই যদি সাজান হয় তা হলে রাজ্যের বিরোধী দলগুলির পথ রোধ করার কারণ কী হতে পরে? সন্দেশখালির মা বোনেরাও চাইছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি বারের জন্য সন্দেশখালির মাটিতে এসে দাঁড়ান। প্রকৃত সত্য উঠে আসুক দেশবাসীর কাছে। ইতিহাস বলছে সম্রাট শাজাহানের শেষ পরিণতি সুখকর ছিল না। এ বঙ্গের বর্তমান কালের চর্চিত শাহজাহান সত্যিই কি নিখোঁজ এ রাজ্যের পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরকে বোকা বানিয়ে। বলাটুই, কামদুনী ইন্সিত বিচার পায়নি। সন্দেশখালির অন্ধকার যুগ শেষ হবার প্রত্যাশা প্রতিটি শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাম্য।

আজ সারা দেশের সামনে বাংলার সম্মান ঐতিহ্য ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছে। বুদ্ধিজীবী শব্দটি যেন অপশব্দ হয়ে উঠছে। সন্দেশখালি বিচার না পেলে ধরে নিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলি ভিতরে ভিতরে স্রেফ ভোট ভিখারী ছাড়া কিছু নয়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

শোক-নিস্তারে সকলের নিজকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যেই দেবীদ্বয় অদৃশ্য হলেন। আকাশরূপিণী হয়ে লীলা ও সরস্বতীর এই পর্যটন মধ্যে লীলার জিজ্ঞাসা হল, আমার স্বামীর জীবাত্মা যেখানে রাজ্য ভোগ করছে সেখানে আমরা উপস্থিত হলে কেউই আমাদের দেখতে পারেনি, কিন্তু এখন এখানে আমার পুত্র জ্যেষ্ঠশর্মা আমাদের দেখছে, কথা বলেছে, কি করে এমন সম্ভব হয়? সরস্বতী বললেন, দ্বৈতজ্ঞান বর্জিত হলে সত্যসঙ্কল্প অর্জিত হয়, সত্যসঙ্কল্পে ইচ্ছাদেহ লাভ করা যায়। দ্বৈতজ্ঞান বিদ্যমান থাকায় প্রথমে তুমি সাঙ্কল্পিক দেহলাভ করতে পারনি, কিন্তু এখন তুমি দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ ত্যাগ করে 'আমার পুত্র আমায় দেখুক' এই সত্যসঙ্কল্পে তা সম্ভব করতে পারলে। লীলা বললেন, এই গৃহাকাশেই সেই ব্রাহ্মণ আমার স্বামী হয়ে দেহত্যাগের পর রাজা হয়েছিলেন। এখানেই আমি তাঁর পত্নী হয়েছিলাম। আবার এই গৃহাকাশেই আবার তিনি মৃত হয়ে বর্তমানে রাজ্য ভোগ করছেন। এইসব দেখে আমার ধারণা হচ্ছে, এই গৃহাকাশে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। তাহলে আমার স্বামীর সেই রাজ্য নিশ্চয় নিকটেই আছে, সেই রাজ্যের বর্তমান অবস্থা আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সরস্বতী বললেন, বৎসে লীলা! তোমার তিন অবস্থার তিন স্বামী কিন্তু সেই একই ব্যক্তি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বশিষ্ঠ মৃত্যুর পর রাজা পদ্ম হয়ে জীবন ধারণ করছেন, আবার পদ্মের মৃত্যুর পর এখন রাজত্ব ভোগ করছেন রাজা বিদুরথ হয়ে। বিদুরথ রাজা মলিনচিত্ত, ভোগবিলাসী, সংসারসর্বস্ব হওয়ায় আত্মবোধ বিমুখ। জ্ঞানের দৃষ্টিতে সেই সংসারগুলি তোমার সন্নিকটে হলেও অজ্ঞানদৃষ্টিতে সেগুলি একে অপর থেকে শত যোজন দূরে অবস্থিত, জ্ঞানদৃষ্টিতে সকল সংসারই আকাশবৎ হলেও অজ্ঞানদৃষ্টিতে সেইগুলি বহু পর্বত-সাগর ইত্যাদি সমাকীর্ণ। প্রত্যেক পরমাণুতে মহাচৈতন্য থেকে অনন্ত সৃষ্টি বিকশিত হয়ে চলেছে। এই সৃষ্টি অজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশাল হলেও চিৎদৃষ্টিতে তা অতি ক্ষুদ্র বট বীজবৎ। প্রতিনিয়ত নদীতে তরঙ্গের উৎপত্তি ও বিলয় হওয়ার মত বৎসর, মাস, পক্ষ, অহোরাত্রি ইত্যাদি বিচিত্র কালের অন্তরূপে জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ ধারা বয়ে চলেছে। লীলা বললেন, আপনার কথায় আমার সত্যবোধ উদিত হচ্ছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি নানা যোনি ভ্রমণ করতে করতে চলেছি।

উপস্থাপক : শ্রী সুধীরচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

BHISHMA PITAMAH

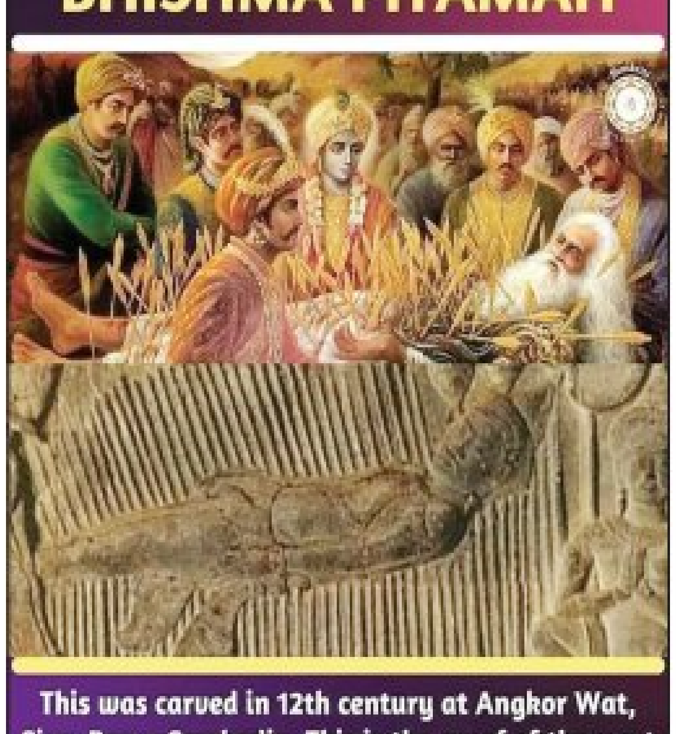

This was carved in 12th century at Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia. This is the proof of the most iconic scene, Bhishma Pitamah was laying on the bed of arrows from Mahabharata, it was all real!

গণতন্ত্র আক্রান্ত, বিরোধী ও শাসক উভয়েই সমান দায়ী

নির্মল গোস্বামী

বিরোধীরা অভিযোগ করছে যে ভারতের গণতন্ত্র হচ্ছে মোদী সরকারের হাতে। তবে এটা যে শুধু বিরোধীদের অভিযোগমাত্র তা কিন্তু নয়। এই অভিযোগের সারবত্তা অবশ্যই আছে। বিরোধীদের অভিযোগ এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কিন্তু গণতান্ত্রিকতার রূপদী সত্তার দিক দিয়ে বিচার করলেও একই সত্য উঠে আসে। সাধারণের বোঝার সুবিধার্থে একটু বিশদে ব্যাখ্যা করছি। একটু বয়স্ক যারা তাদের নিশ্চয় মনে আছে ৭০-৭২ সালের কথা। শহরের উঠতি নকশালরা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে। তারা স্কুলে কলেজে পরীক্ষা ভণ্ডুল করার জন্য বোমা-গুলির আশ্রয় নেয়। তাদের স্লোগান ছিল এই বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন কর। একদিকে বাধা অপরদিকে শুরু হয় গণ-টোকাটুকি যা তৎকালীন যুব কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতে সাধিত হয়। এই দুয়ের ঠেলায় বঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এটাকে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আক্রমণ বলা যায় নির্দ্বিধায়। আবার বাম আমলের শুরুর দিকে ৮০-৮১ সালে সরকারি ফতোয়া দিয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী এবং পাশ ফেল প্রথাও তুলে দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত যে বুঝে সুঝে শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাতের শামিল তা বিজ্ঞজনেরা বারবার বলা সত্ত্বেও শাসক কর্ণপাত করেনি। এটা হল ভিতর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আক্রমণ। এই আক্রমণের অভিঘাত হয় দীর্ঘস্থায়ী। যাদের শিক্ষা ক্রয় করার সামর্থ নেই সেই সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীরা দুটো দশক ধরে এই ব্যবস্থার শিকার হয়। বাইরে থেকে বোমা গুলি নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আক্রমণ এটা ক্ষণস্থায়ী আক্রমণ। আর ভিতর থেকে শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হল দীর্ঘমেয়াদী আক্রমণ যার ক্ষত দীর্ঘদিন জাতিকে বয়ে বেড়াতে হয় বা আজও হচ্ছে।

ঠিক একইভাবে বলা যায় যে ভারতে গণতন্ত্রের উপর আঘাত দু'দিক দিয়ে আসছে। এক বাহ্যিক দিক। যেটা মানুষ চাক্ষুস করছে। আর একটা দিক আছে, সেটা হল ওই গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত। যা ধীরে ধীরে সইয়ে সইয়ে করছে শাসক বিরোধী উভয়দলই। যেটা সাধারণ মানুষের ব্যতিব্যস্ত জীবন চর্চার বাইরেই থেকে যায়। গণতন্ত্রের উপর বাইরে থেকে আক্রমণ কেমন? সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা সংসদ ভবন আক্রমণ বা নবনির্মিত সংসদের ভিতরে স্মোক বোমা ফাটানো? না এগুলোর দ্বারা গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানা যায় না। সংসদ ভবন আক্রমণ করা মানে গণতন্ত্রের উপর আঘাত করা বোঝায় না। যদিও সত্ত্বাধারী দল এটাকেই ফলাও করে প্রচার করে বলতে চায় যে দেখো ভারতের গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ হচ্ছে।

মোদী সরকারের সমালোচনা করলেই বিরোধীদের ঘরে সিবিআই, ইডিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মিথ্যা মামলায় আটক করছে। অর্থাৎ সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে মোদী সরকার বা রাজ্যের ক্ষেত্রে মমতা সরকার। এটাকেই গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বলছে বিরোধীরা। এটাই বাহ্যিকভাবে গণতন্ত্রের উপর হামলা হচ্ছে ঠিকই। জরুরি অবস্থা জারি করাও ছিল গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরএই রূপ এক সাময়িক আক্রমণ। আমরা দেখলাম সরকার পাল্টাতেই সেই ক্ষত আবার মেরামত হল। দেশে দেশে সময়ে সময়ে এক একজন শাসকের হাতে শাসন ব্যবস্থা লাঞ্ছিত হতে দেখা যায়। আবার তা পূর্বাবস্থায় ফিরেও আসে। আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশে বারবার গণতন্ত্রের উপর আঘাত হয়েছে। আবার নতুন সরকার এসে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছে। এ সবই হল গণতন্ত্রের উপর সাময়িক আঘাত।

কিন্তু বর্তমানে কি রাজ্যে কি দেশে গণতন্ত্রের উপর বাহ্যিক আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক ধারণাকে বদলে দেওয়ার প্রয়াস চলেছে। রূপদী গণতন্ত্রকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে দলতন্ত্রের মাধ্যমে। আমাদের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে শোনা গেছে যে, তৃণমূলের ছেলেরাই চাকরি পাবে। আবার অতি সম্প্রতি এক বিধায়ককে বলতে শোনা গেল যে দল থাকলে, দলে থাকলেই কামাই হবে। গণতন্ত্রে দলের ভূমিকা এইজন্যই স্বীকৃত যে সুষ্ঠভাবে গণতন্ত্রকে পরিচালনা করা যায়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে দল সর্বস্ব গণতন্ত্র। ভোটে জিতলেই যা খুশি তাই করা যায়। একই দেশে নাগরিকগণ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল বিজিত আর একদল বিজেতা। যারা সরকার গড়ে তারা বিজেতা বাকি সকলে তাদের পদতলে বসে থাকবে। আইনী সহায়তা পাবার অধিকার নির্ভর করবে বিজেতা দলের লোকেদের মর্জির উপর। সন্দেশখালির বেতাজ বাদশাকে কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ধরছে না। কারণ সে সরকারি দলের লোক। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন নেই। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নেই শাসকের। গণ তান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব গণতন্ত্রের পক্ষে চরম বিপদ। কারণ আজ শাসক যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে পরবর্তী সরকার তার থেকে দু'পা এগিয়ে থাকবে। ফলে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকবে। এই জিনিসই আমরা লক্ষ করছি। মমতা ব্যানার্জি সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী-প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতির এই অমোঘ উক্তি আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীকে চোর বলছে। চোর চোর স্লোগান দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীও তাকে ডাকাত বলছে। এই যে শাসক এবং বিরোধী দলনেতার মধ্যে একে অপরকে সম্মান দিচ্ছে না এটাই গণতন্ত্রের চরম সর্বনাশ। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রী বা বিধায়করা যে বক্তৃতা দেয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের। রাজনীতির ময়দানে যে ধরনের বক্তৃতা হয় সেই বক্তৃতা আইন সভায় চলে না। সেখানে তথ্য প্রমাণ সহ কাজের কথা থাকবে। আগামী দিনের পরিকল্পনার রূপরেখা থাকবে। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে নিয়ে ঘণ্টা খানেক সময় কাটালেন। কংগ্রেস থাকবে না উঠে যাবে। তাই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মাথা ব্যথা কেন? নীতি আদর্শের কথা অবশ্যই আলোচনা করা যায়। তত্ত্বগতভাবে সমালোচনা করা যায়। কিন্তু কে কটা সিট পাবে সেই বক্তৃতার জন্য ময়দান পড়ে আছে, লোকসভা নয়। এতে করে লোকসভার মান কমছে আর গণতন্ত্রের গুণগত পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। সেই পরিবর্তন নিম্নগামী। একজন প্রমাণিত শাস্তি প্রাপ্ত চোর নেতাকে নিয়ে বিরোধীরা জোট করছে। জনগণের সামনে কী উদাহরণ স্থাপন করতে চাইছে? আবার প্রধানমন্ত্রীর দলের বিরোধী দলনেতা ঘুষ খাচ্ছে তা সকলে দেখেছে। তাকে নিয়ে মাথায় করে নাচছে। এই নীতিহীন রাজনীতিই গণতন্ত্রের মূলে কুঠারঘাত করছে। রাজনীতি যদি মাখন হয়, তবে গণতন্ত্র হল পাত্র। তেতো মাখন পাত্রটাকেও তেতো করে দিচ্ছে। অর্থনীতি, কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, শিক্ষানীতির কোনো আলোচনা নেই আজকের রাজনীতিতে। নিজেদের অপরাধের জন্য কেনো অনুশোচনা নেই। আছে শুধু তুলনা। তুমি চুরি করেছো, ফলে আমার চুরির সমালোচনা করার অধিকার তোমার নেই। ভোটে জেতা মানে অপরাধের বৈধতাকরণ। তাতে গণতন্ত্রের যতই বস্ত্রহরণ হয় হোক। এই পরিস্থিতি থেকে বের হবার পথ খুঁজুক সৎ রাজনীতিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা।

পূর্ব বর্ধমানের দুই কেন্দ্রে দৌড়ে 'এগিয়ে' উজ্জ্বল, সায়নী

দেবাশিস রায়

রাজনীতির পটে

রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রেই এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বদল করতে চলেছে। বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে আদি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তথা প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে দলের যুব নেত্রী তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ ঘাসফুল প্রার্থীপদের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে এই প্রার্থীপদের 'সম্ভাব্য' তালিকায় সায়নী ঘোষের পাশাপাশি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি রাসবিহারী হালদারের নাম ভেসে উঠলেও বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে কিন্তু এখনও পর্যন্ত উজ্জ্বল প্রামাণিকের বাইরে আর কারও নাম জানা যায়নি। ৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বিশেষ সূত্র মারফত এই খবর মিলেছে।এই দুই লোকসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী কমিটি তৈরি হলেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের আস্থাভাজন জেলারই এক প্রবীণ কর্মী-বিধায়কের উপর বাড়তি দায়িত্বটা পড়েছে।যদি এমনটাই হয় তাহলে জেলার এই দুই কেন্দ্রেই এবার তৃণমূল কংগ্রেস 'নতুন মুখ' নিয়ে এসে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করবে এবং সেটা রাজনৈতিক মহলের কাছে নিঃসন্দেহে একটা বড়ো চমক হবে। ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে।বামফ্রন্ট সরকারকে হটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা দখলের পর ২০১৪ সালে প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনের সম্মুখীন হয়ে রাজ্যজুড়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল।সেবার এই জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রেও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন।বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে সুনীলকুমার মণ্ডল এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে ডাঃ মমতাজ সংঘমিতা জয়ী হয়েছিলেন।তবে, ২০১৯ সালে একই কেন্দ্র থেকে সুনীলকুমার মণ্ডল পুনরায় নির্বাচিত হতে পারলেও বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে সামান্য ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী এস এস আলুওয়ালিয়ার কাছে পরাজিত হন মমতাজ সংঘমিতা।তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ সূত্রে খবর; এবার নাকি ওই কেন্দ্রগুলিতে তাঁদের ঘাসফুলের টিকিট আর দেওয়া হবে না।একাধিকবার দলের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে অর্থাৎ নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হতে পারে সুনীলকুমার মণ্ডলকে।তাঁর বিরুদ্ধে দলের নিচুতলার কর্মীরা কার্যত খড়্গহস্ত।ফলে সুনীলবাবুর নিজের কেন্দ্রে এবার ঘাসফুলের টিকিট অনিশ্চিত বললেও অতিশয়োক্তি হবে না।তাঁর জায়গায় এখনও পর্যন্ত একটিই নাম শোনা গিয়েছে।তিনি হলেন জামালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক। বছর একত্রিশ উজ্জ্বলবাবু আন্দোলনের একজন সর্বক্ষণের একনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন।একইসঙ্গে তিনি রাজ্যের মন্ত্রী তথা দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথেরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।এককথায়, তৃণমূল সুপ্রিমোর গুডবুকে থাকা কর্মী হিসেবে প্লাস পয়েন্ট পাওয়ার যোগ্য উজ্জ্বল প্রামাণিক।অন্যদিকে, মূলত বয়সজনিত কারণেই ডাঃ মমতাজ সংঘমিতাকে দল এবার প্রার্থীপদ দিতে অনিচ্ছুক।সেই জায়গায় রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভানেত্রী সায়নী ঘোষকে প্রার্থীপদ দিতেই বেশি আগ্রহী।তবে, তাঁর পাশাপাশি জেলার 'লড়াকু' যুব নেতা রাসবিহারী হালদারের নামটাও কৌশলগত কারণে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ অবশ্য ভূমিপুত্র রাসবিহারীকে নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহ দেখালেও সেলিব্রিটি এবং রাজ্য নেত্রী তকমাটাই এই কেন্দ্রের প্রার্থীপদে সায়নীর অন্যতম প্লাস পয়েন্ট।আসলে এই দুই যুব নেতা-নেত্রীর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ভোটের ফসল ঘরে তোলার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস এভাবেই একটু একটু করে জল মেপে এগোতে চাইছে।যদিও উজ্জ্বল প্রামাণিক এবং রাসবিহারী হালদার কেউই প্রার্থীপদে নিজের নাম নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাতে চাননি।উল্টে এই বিষয়টিকে জল্পনা বলে অভিহিত করে তাঁরা বলটি পুরোপুরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোর্টের দিকেই ঠেলে দিয়েছেন।উজ্জ্বল প্রামাণিক বলেন, লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের কে ক্যান্ডিডেট হবেন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেউ জানেন না।এতএব এনিয়ে আশা নিরাশা মনের মধ্যে কোনও ভরসা রাখা বা কোনও আলোচনার মধ্যে থাকাটা মানে নিজের শরীরকে কষ্ট দেওয়া। যুবনেতা রাসবিহারী হালদার বলেন, সম্ভাব্য প্রার্থী সম্বন্ধে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।আমার এবিষয়ে জানা নেই। দল যাঁকে প্রার্থী করবে আমরা তাঁকেই বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে জয়ী করব এবং বর্ধমান জেলার সমস্ত সিট জিতে আমরা দলনেত্রীকে উপহার দেব। কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি নেতা নই। তৃণমূল কংগ্রেসের সামান্য কর্মী।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকেই প্রার্থী করবেন আমাদের তাঁর হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটুকু বুঝি মানুষ বিভাজন চায় না, উন্নয়ন দেখতে চায়। আর সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তাই মানুষ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকেই বেছে নেবে।

দেশ দেশান্তরে

মহাকাশে গড়লেন বিশ্ব রেকর্ড

সুমন্ত ভৌমিক

মহাকাশে টানা ৮৭৮ দিন ১২ ঘণ্টা কাটিয়ে ৫৯ বছর বয়সী ওলেগ কোননেঙ্কো গড়লেন বিশ্ব রেকর্ড। এর আগে ওলেগের সহকর্মী গেনাডি প্যাডালকা ২০১৫ সালে ৮৭৮ দিন ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট থেকে রেকর্ড গড়েছিলেন। সেই রেকর্ড ভাঙলেন ওলেগ। ওলেগ রাশিয়ান মহাকাশচারী। ২০০৮ সাল থেকে মোট ৫টি মহাকাশ গবেষণায় রেকর্ড করেছেন। তবে রাশিয়া এবং আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশ থেকে নভোচারীরা পৃথিবী থেকে ৪০০ কিলোমিটার উপরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকতে যায় এবং সেখানে থেকেই মহাকাশ মিশন সম্পূর্ণ করে।

ওলেগ রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা টিএএসএস-কে জানায়, তিনি ছোটবেলা থেকেই মহাকাশচারী হতে চেয়েছিলেন। আইএসএস'এর আপগ্রেডিংয়ের কারণে, তা সম্ভব হয়েছে। তিনি মহাকাশে গবেষণা করতে পছন্দ করেন। রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে তিনি যাননি। ওলেগ পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। তার মহাকাশ সফর ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে শুরু হয়েছিল। তিনি নাসার মহাকাশচারী লোরাল ও'হারা এবং তার সহকর্মী নিকোলাই চুবের সঙ্গে মহাকাশে গিয়েছিলেন।

বিটিএসের টানে কোরিয়া পাড়ি কিশোরীর

দক্ষিণ কোরিয়ার বিখ্যাত ব্যান্ড বিটিএসের প্রতি টানে টাকা, সোনাদানা নিয়ে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ থেকে সোজা দক্ষিণ কোরিয়া পাড়ি দিল কিশোরী। ব্যান্ডের নানা অনুষ্ঠান দেখে সেও নাচগানের ভিডিও, রিলস পোস্ট করত। সারাদিন তাতেই ডুবে থাকত। পড়াশোনার বাইরে বিটিএসের গান ছিল তার বিনোদন। নিজের ঘরে বিটিএস সদস্যদের ছবি টাঙানো থাকত। মেয়েকে এসবে বারণ করা হলে অত্যন্ত উত্তেজিত আচরণ করত সে। বাবার দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী গত ২১ জানুয়ারি রাত থেকে মেয়ে উধাও হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন মেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তাই পুলিশে অভিযোগ করেননি। সপ্তাহ দুয়েক ধরে মেয়ের খোঁজ না পেয়ে বাধ্য হয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বাবা। তার অভিযোগ ১৬ বছরের মেয়ে বাড়ি থেকে ১৮ ভরি সোনা, পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বিটিএসের প্রতি মেয়ের যে টান সেকথাও বাবা পুলিশকে জানিয়েছেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু এতদিন হয়ে যাওয়ার পরও যখন মেয়ের কোনও হদিশ মেলেনি তখন ফতুল্লা মডেল থানায় যান বাবা। জানান গত ৯ ফেব্রুয়ারি সোশাল মিডিয়ায় জানতে পারেন বিটিএসে যোগ দিয়েছে মেয়ে। তার পরই থানার দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। তাদের আশঙ্কা, মেয়ে কোরিয়া চলে গেলে তার বড় ক্ষতি হতে পারে। তাই পুলিশ যাতে দ্রুত উদ্ধার করে তার জন্য বিশেষ আবেদন জানান মেয়ের বাবা।

নেতাজি বিষয়ক সেমিনার আগরতলায়

বিশেষ সংবাদাতা : গত ২৯ জানুয়ারি ত্রিপুরার আগরতলায় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে ৩টা নাগাদ নেতাজির ১২৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক উক্ত সেমিনারের আয়োজন করে নেতাজি চেতনা মঞ্চের ত্রিপুরা শাখা। দেশনায়ক নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বারা গীত হিন্দি জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় সেমিনারের। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি গবেষক, লেখক ও সমাজসেবী ড. জয়ন্ত চৌধুরী, পুরুলিয়াস্থিত নেতাজি চক্ষু হাসপাতালের আধিকারিক রাজশেখর চক্রবর্তী, ইগনু ত্রিপুরা শাখার আঞ্চলিক প্রধান বিশ্বজিৎ ভৌমিক, ইগনুর ডিসিপ্লিন কর্ডিনেটর নতুন দিল্লি থেকে আগত অরবিন্দ মাহাতো ও নেতাজি চেতনা মঞ্চের সভাপতি নিতাই সাহা। সেমিনারের শুরুতে সংস্থার সম্পাদক সঞ্জয় কুমার দাস স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখেন।

অনুষ্ঠানে রাজশেখর চক্রবর্তী ত্রিপুরায় নেতাজির আদর্শে একটি চক্ষু হাসপাতাল স্থাপনে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ড. জয়ন্ত চৌধুরী তাঁর ভাষণে নেতাজির সংগ্রামী জীবনের বহু অজানা ও মিথ্যা ইতিহাসের তথ্যমূলক ব্যাখ্যা দেন। তিনি ভাষণের মাঝে শ্রোতাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরেরও পর্ব রাখেন। তাঁর সাবলীল ভাষায় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইগনু-এর আধিকারিকগণ তাঁদের বক্তৃতায় নেতাজীর মহান আদর্শ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসার সাথে সাথে তা আগামী প্রজন্মকে অনুসরণ করে দেশের সেবায় মনোনিবেশ করতে আহ্বান জানান। নেতাজী চেতনা মঞ্চের সভাপতি নেতাজীর সেবার আদর্শকে সামনে রেখে দু-এক বছরের মধ্যে চক্ষু হাসপাতাল স্থাপনার অঙ্গীকারকে শ্রোতৃমণ্ডলের সামনে তুলে ধরেন।

প্রায় দুই শতাধিক শ্রোতার উপস্থিতি সেমিনারটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানে শ্রোতা হিসাবে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী অমিতাভ সাহা, প্রফেসর জগদীশ জ্ঞানচৌধুরী, প্রফেসর চন্দ্রিকা বসু মজুমদার, আইনজীবী, শিক্ষক, পুলিশ প্রশাসন, ল কলেজের বিভিন্ন প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ছাত্রছাত্রী ও রাজ্যের বিভিন্ন নেতাজিপ্রেমী মহিলা ও পুরুষ, ভাই ও বোনেরা। অনুষ্ঠানটি প্রায় সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ কুইজ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ক্রাইম ডেস্ক

কন্যাশ্রীর টাকা পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নারকীয় অত্যাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: কন্যাশ্রীর টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এক তরুণীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ নাজমুল হকের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত শংকরপুর এলাকার এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ, ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতকে সোমবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। নাজমুল এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। স্থানীয় একটি পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধানের ঘনিষ্ঠ। এমনকী, ওই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজকর্মও সে দেখাশোনা করে বলে খবর। তেত্রিশের নাজমুলের সঙ্গে বছর দুয়েক আগে ওই স্কুলছাত্রীর সম্পর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ, বছর ১৭র নাবালিকাকে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে নাজমুল। কিন্তু মেয়েটি বিয়ে করতে বললে নাজমুল বেঁকে বসে। এরপরই নাবালিকার পরিবারের তরফে ঢোলাহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। নাবালিকার বাবা বলেন, খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে মেয়েকে খুনের চেষ্টাও করেছিলেন অভিযুক্ত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে আরও বলেন, সবাইপাশি বাস তিনি বলেন, কন্যাশ্রী টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অভিযুক্ত যুবক দিনের পর দিন ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করত। এমনকী বিভিন্ন অজুহাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন হোটেলে ও নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত ও তার সঙ্গীরা নারকীয় অত্যাচার চালাত নাবালিকার উপর। এরপর নাবালিকার পরিবারের কাছে সমস্ত বিষয় প্রকাশ্যে আনে। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আজ কাকদ্বীপ কোর্টে পেশ করেন ঢোলাহাট থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার বেআইনি অস্ত্র, গ্রেফতার ১। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য ও তাঁর বিশেষ টিমের হাতে মহিষমারি বাজার এলাকা থেকে ধরা পড়ে এক দুষ্কৃতি। উদ্ধার একটি ওয়ান সাটার ও এক রাউন্ড কার্তুজ। পুলিশের কাছে খবর আসে বেআইনি অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করে এক ব্যক্তি মহিষমারি থেকে দক্ষিণ বারাশতের দিকে যাচ্ছে। আর সেই খবরের সূত্র ধরে পুলিশ নাকা তল্লাশি শুরু করে। আর এর ব্যক্তিকে দ্রুত গতিতে অটো চালিয়ে পালাতে দেখে তাকে তাড়া করে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতের নাম নেপু গায়েন (২৮), বাড়ি জয়নগর থানার সবজেড়িয়ার মলিঘাটি এলাকায়। সে এই বেআইনি অস্ত্র নিয়ে কোথায় ও কার কাছে যাচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তেজনা, গ্রেপ্তার১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : লোকসভা ভোটের আগে দলীয় পদ নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বারুইপুরের তৃণমূল ও মাদার তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে চললো গুলি। গুলিতে জখম মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক শহিদুল মোল্লা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার বেলেগাছি এলাকায়। আহত শহিদুল মোল্লাকে ভর্তি করা হয়। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। জানা যায়, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা করিমুল্লা মোল্লা ও মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শরিফ উদ্দিন মোল্লার মধ্যে বিবাদের জেরে এই ঘটনা। শুধু গুলি নয় চপার নিয়ে বেপরোয়া ভাবে কোপানোর অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থলে যায় বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনার জেরে একজনকে সোমবার রাতেই গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

সুন্দরবনের রহস্য উন্মোচনে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের বিস্ময়, পৃথিবীর সেরা বাদাবন সুন্দরবন যা তার অতুলনীয় জীব বৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। একটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা, "কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা" (সিফরি) সম্প্রতি মেটাট্রান্সক্রিপ্টোমিক বিশ্লেষণের জন্য বিশ্বের এই বৃহত্তম এবং ক্রমবর্ধনশীল ব-দ্বীপ, ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্বের ঐতিহ্য মন্ডিত স্থান সুন্দরবনে ২ দিনের অনুসন্ধান করেছে। সিফরির অধিকর্তা ডঃ বি. কে. দাসের সুযোগ্য নেতৃত্বে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের বিষয়ে বিস্তারিত জানার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সিফরির বৈজ্ঞানিকগণ সুন্দরবনের ঘন ম্যানগ্রোভ থেকে উপকারী জীবাণু এবং প্লাংকটন দুধ্য রোধকারী জীবাণুর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করে চলেছেন। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল অনুসন্ধিৎ তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ।

এই সংরক্ষণ কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা বনি ক্যাম্প থেকে। এখানে নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে বিজ্ঞানীরা মাটি, জল, প্লাঙ্কটন, ইত্যাদি নমুনা সংগ্রহ করা শুরু করেন। সুন্দরবনের গভীরে কলস ক্যাম্পে পৌঁছে বিজ্ঞানীরা সতর্কতার সাথে জৈবিক নমুনা সংগ্রহ করার সাথে সাথে স্থানীয় মৎস্যজীবিদের থেকে সুন্দরবনের আবহাওয়া পরিবর্তন, দূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলেন।

এছাড়া, দোবাঁকি ক্যাম্প তার মনোমুগ্ধ সৌন্দর্য দিয়ে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুন্দরবনের সিংহ দুয়ার ঝড়খালি, যেখানে মানুষে পশুতে একসাথে বাস করে সেখানে অনুসন্ধানকারীরা পৌঁছে এই অনন্য বাস্তুতন্ত্রের হৃদস্পন্দনকে ক্যাপচার করে মেটাট্রান্সক্রিপ্টোমিক সূক্ষ্মতার সন্ধান করেছেন। কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী, ডঃ ধ্রুবজ্যোতি সরকার, কারিগরি কর্মকর্তা, অসীম কুমার জানা, নির্বেদিত স্কলার শুভশ্রী সুস্মিতা রাউত, স্মৃতি শ্রীময়ী প্রধান এবং মনীষা মোল্লা সহ অনুসন্ধানকারিরা বিস্ময়কর আবিষ্কারের অদম্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একদিকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং অন্যদিকে পরিবেশগত ন্যস্ত দায়িত্বের প্রতি কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা (সিফরি) প্রতিশ্রুতির প্রতীক। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সঙ্গে জড়িত হয়ে দলটি এই অঞ্চল গুলিতে নৃতাত্ত্বিক চাপের খুঁটিনাটি তথ্য জানার চেষ্টা করেছেন, যা জটিল বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করেছে। সুন্দরবনের প্রাণকেন্দ্রে সিফরির মেটাট্রান্সক্রিপ্টমিক অন্বেষণ একটি যুগোপযোগী পরিবেশগত রত্ন রহস্য উন্মোচন করার জন্য অগ্রণী পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, পরিবেশগত সংরক্ষণের প্রতি এই ইনস্টিটিউটের অটল প্রচেষ্টা আগামী দিনের একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে। সর্বোপরি সিফরির ডাইরেক্টর ডঃ বি. কে. দাস একদিকে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও অন্য ধারে দুস্থ মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া জনজাতির বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে মৎস্য চাষের উপর জোর দিয়েছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে সম্ভবত সর্বপ্রথম ডঃ বি কে দাসের নেতৃত্বে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় গবেষণার মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে বলে অনুসন্ধানকারী দলের বিশ্বাস।

ফের নাবালিকা খুন মালদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা: মালদায় গলা কেটে নাবালিকা খুন কাণ্ডের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের মালদায় ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। ভুট্টার ক্ষেত থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার হল এক যুবতীর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ। ধর্ষণ করে খুনের অনুমান পরিবারবর্গের। ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার সাত সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার মোথাবাড়ি থানার হামিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনাস্থলে যায় মোথাবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গেছে মৃত যুবতীর নাম অঞ্জনা মন্ডল (২৫)। বাড়ি মোথাবাড়ি থানার শ্রীপুর কলোনি এলাকায়। মৃত যুবতীর পরিবারের অভিযোগ ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতার কারণে অপহরণের পর ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে যুবতীকে। সরস্বতী পুজোর দিনে সবজি কাটতে হাঁসুয়া নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল অঞ্জনা বলে দাবি পরিবারের। এরপর বাড়ি না ফেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে বাড়ির সদস্যরা। রাতভর খোঁজাখুঁজির পর খোঁজ না মেলায়। আজ সকালে খবর আসে ভুট্টার ক্ষেতে যুবতী নগ্ন অবস্থায় মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে দাঁইহাট হাইস্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোর আনন্দে এবার একটু অন্যভাবেই মেতে উঠল পড়ুয়ারা। দেবী বন্দনার পাশাপাশি স্কুল চত্বরে আয়োজন করা হয়েছিল বিজ্ঞান এবং চিত্র প্রদর্শনীর। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আরও বেশি বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা গতানুগতিক পড়াশোনার বাইরেও দীর্ঘদিন ধরেই নানাভাবে সচেষ্ট রয়েছেন। এদিন সেই চেষ্টারই এককলক দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁইহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপ্রেরণায় ছাত্ররা সপ্তাহখানেক ধরে বিজ্ঞানভিত্তিক নানাবিধ মডেল তৈরি করে সকলকে চমকে দিয়েছে। শিক্ষক তুহিন শুভ্র দাঁ একাজে ছাত্রদের নানাভাবে গাইড করেছেন। এদিন সেই মডেলগুলি সহ অসংখ্য লাইভ এক্সপেরিমেন্ট নিয়েই চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। একাধিক পড়ুয়া সোলার সিস্টেম ভিত্তিক মডেল বানিয়ে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে। অনেকেই ভৌত এবং রসায়নের ম্যাজিক দেখায়। কয়েকজন ছাত্র আবার বিশেষভাবে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রাণীর সম্বন্ধেও আলোকপাত করে। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করা হয়। সবমিলিয়ে ছাত্ররা নিজের সৃষ্টিশীল কাজ নিয়ে এদিন যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত ছিল। রসায়নের শিক্ষক তুহিন শুভ্র দাঁ বলেন, পঞ্চম-দশম শ্রেণীর ছাত্রদের তৈরি মডেল নিয়েই এদিনের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন। স্কুলের সহকারী শিক্ষক সুজয় ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বলেন, সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে স্কুলে এই প্রথমবার এধরনের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন হল। যেটা ছাত্রদের উৎসাহ আর নিরলস প্রচেষ্টা ছাড়া কখনও সম্ভব হত না। অন্যান্য শিক্ষকদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের অনেকেই ছাত্রদের এই উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রধান শিক্ষক মনোহর দাস বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই বিদ্যালয়ে সবমিলিয়ে বর্তমানে দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। তবে, ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে পঠনপাঠন হয়। উৎসাহী পড়ুয়ার অভাবে বাণিজ্য বিভাগটি দীর্ঘদিন আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্র নাট্যসংস্থার সরস্বতী আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আয়োজন করা হয় বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা। এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এবারও সান্ধ্যকালীন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার কর্ণধার তথা সভাপতি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। তিনি অনুষ্ঠানের শুরুতে বলেন সংস্থা এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কিছু অপসংস্কৃতির ধ্বজা ধারী, অসুস্থ মস্তিষ্কের ছেলে মেয়েরা সংস্থাকে মিথ্যা অভিযোগ জানিয়ে সংস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাবো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অথিতি সংস্থার সঙ্গে থাকার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সরোজ চক্রবর্তী, নিরেশ ভৌমিক, পাঁচুগোপাল হাজরা, স্বপনকুমার বল, প্রবীর হালদার, ধীরাজ রায়, নবকুমার বিশ্বাস।

আবৃত্তি পরিবেশন করেন পলাশ মণ্ডল, সাধনা মজুমদার, শুভ বিশ্বাস। নৃত্য পরিবেশন করে আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য, অহনা দেবনাথ, শ্রেয়সী রায়, অর্পিতা পাল, অঞ্জলী মৃধা এবং ঋতুপর্ণা মুখার্জী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবীর হালদার, আলোকানন্দ বসু।

সব শেষে পরিবেশিত হয় ছোটদের দ্বারা নির্মিত নাটক কংশ বধ পালা। রচনা ও পরিচালনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। অভিনয় করে ইরফান মণ্ডল, আদি দাস, পাপান দাস, অর্নব চৌধুরী, সায়নী পাল, সৃঞ্জয় বসু, সৃজিত মণ্ডল, রাজশ্রী দাস, অঞ্জলী মৃধা, শ্রেয়সী ঘোষ, সৈকত পাইক, শর্মিষ্ঠা রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে অভীপ্সা দাস।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সামালী বিবেক নিকেতনে কচিকাঁচা ও আবাসিকদের আয়োজনে সরস্বতী পুজো।

সরস্বতী বন্দনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া: : সরস্বতী পুজো উপলক্ষে হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নাওয়াপাড়া বিশালক্ষী বালক সংঘ আয়োজন করে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছৌ নৃত্য ও মহিলা ঢাকি সহযোগে প্রতিমা মণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। সরস্বতী পুজোর দিন মহাসমারোহে পুজোপাঠের পর নৃত্য, অঙ্কন প্রতিযোগিতা এ ছাড়াও যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মুলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিনা মুল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা এবং শীত বস্ত্র বিতরন করা হয়।

সন্দেশখালি : বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা

প্রথম পাতার পর

যায়নি মোদী-অমিত শাহদের। একমাত্র ব্যতিক্রম বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি গত বুধবার সন্দেশখালি অভিযানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পরেই কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে দিল্লি। সুকান্তর অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব, ডিজি, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও এসপিকে তলব করেছে সংসদের প্রিভিলেজ কমিটি। ১৯ ফেব্রুয়ারি তাদের সংসদীয় কমিটির কাছে হাজিরা দেওয়ার কথা। এ নিয়েও বঙ্গবাসীর মনে একাধিক জল্পনা দানা বেঁধেছে। সেই সারদা থেকে আজকের সন্দেশখালি বার বার কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও কোনও বারই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোনও অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। এবার সন্দেশখালি কাণ্ডে মহিলা ও এসসি-এসটি কমিশন এসে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা বললেও তেমন কোনো সম্ভবনা এখনও দেখা যায়নি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। তবে আগামী সোমবার সংসদীয় কমিটি এ রাজ্যের আমলাদের কী বার্তা দেয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের মানুষ।

তবে এইসব রাজনৈতিক আকচাআকচির মাঝে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সন্দেশখালির মানবাধিকার রক্ষার কাতর আবেদন। আদৌ সন্দেশখালির নারীরা সুবিচার পাবে কিনা তা এখনও মোটেই স্পষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এর জন্য প্রধান দায়ী সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে জাহির করেন। তাদের ধারনা বুদ্ধিজীবীরা ইচ্ছাকরে নিশ্চুপ থেকে মানবাধিকারের প্রশ্নে রাজনীতিকদের জায়গা করে দিচ্ছেন। গত বৃহস্পতিবার দু-চারজন চেনামুখের বুদ্ধিজীবী মঞ্চ বেঁধে দু চারটি কথা বলে পুরো স্পেসটাই ছেড়ে রেখেছেন রাজনৈতিক নেতাদের জন্য। সম্ভবত এখন তারা দূরে থেকে নিজেদের সদর দরজা বন্ধ রেখে লক্ষ্য রাখছেন কোন দলের আধিপত্য আগামীতে কায়েম হতে চলেছে। যদি পরিবর্তন আসেও এই বুদ্ধিজীবীদের হয়তো দেখা যাবে মঞ্চ বদল করতে। তাই এ রাজ্যের মেধাবী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা যারা বুদ্ধিজীবী বলে অতীতে পরিচিত ছিলেন তারা বর্তমানে চরম হতাশার চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

১৫ বছর পর

প্রথম পাতার পর

মধ্যে ৩১৪ জনের ও ননজয়নিং ৫৭৬ জনের মধ্যে ৫ পার্সেন্ট অর্থাৎ ৫০ জন অতএব মোট ৩৬৪ জনের প্যানেল প্রকাশ করা হয় এবং তাদের জয়নিং লেটার দেওয়া হয়। জয়নিং লেটার পেয়ে কিছুটা খুশি হলেও পুরোপুরি খুশি নয় চাকরি প্রার্থীরা। কারণ এই অনশন মঞ্চের অনেকেই এখনো চাকরি পায়নি। তবে তাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে আগামী দিনে প্রত্যেকের মুখেই হাসি ফুটবে।

দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে রক্তাক্ত পরিবার

প্রথম পাতার পর

শম্পা সরদার জানান, আমরা যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টি করি তাই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা করল। অন্যদিকে বিষ্ণুপুর থানা সূত্রে জানা যাচ্ছে অভিযোগকারী ওই মহিলার পরিবারই নাকি আগে হামলা চালায়। ঢোল বাজানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। পুলিস দুইপক্ষের বিরুদ্ধেই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সুফল ঘাঁটু এই প্রসঙ্গে বলেন, এসব তৃণমূল কংগ্রেস আর পুলিশের স্ট্র্যাটেজি। পুলিশ এখন দলদাস। শাসকের কথা শুনে চলে। আইনের ওপর আমাদের আস্থা আছে। আমরা চাই পুলিশ দ্রুত স্বচ্ছ তদন্ত করে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক।

বালির গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : সরস্বতী পুজো বাজার করতে গিয়ে বুধবার সকালে কোটাসুরে ওভারলোডিং বালির গাড়ি আটকালেন বিজেপি নেতা দুধকুমার মণ্ডল।

খবর পেয়ে ছুটে আসে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। পথ অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। দুধকুমার মণ্ডল বলেন, রাতের অন্ধকারে ওভারলোডিং বালি চলছে। দিনের বেলায় সারা রাস্তা জুড়ে ঝরঝর করে বালি জল পড়ে।

বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো কাজ হয় নি। গ্রামবাসী অসীম মণ্ডল বলেন, গ্রামবাসীদের কিছু মনেই করে না তাই কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে উঠে অবরোধ।

১৫ বছর পরেও সুন্দরবনের রেলপথ

প্রথম পাতার পর

সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ। প্রায় ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মাতলা নদীর উপর গোটা কুড়ি কংক্রীটের পিলারের খুঁটি তৈরি ছাড়া গত ১৫ বছরে আর কোন রকম কাজের অগ্রগতি হয়নি এই প্রকল্পের। যদিও গত ২০১৮ জুলাই মাসে রেল দপ্তরের তরফ থেকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়ে জানানো হয়। ক্যানিং থেকে ঝড়খালি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য সার্ভের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহন করা করা প্রয়োজন। আর সেই জমি অধিগ্রহণের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যদিও রেল মন্ত্রকের এই দাবী মানতে নারাজ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসন।

বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। কিন্তু সমতলে অবস্থিত হলেও নদীনালা বেষ্টিত সুন্দরবনে যোগাযোগের সমস্যা রয়েছে প্রথম থেকেই। ২০১১ সালে মাতলা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে তৎকালীন বাম সরকার সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে সড়ক পথের মাধ্যমে জুড়ে দেয়। কিন্তু সমগ্র সুন্দরবনের মানুষ দাবী তুলেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় রেলপথের। আর সেই দাবী মেনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও দীর্ঘ ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে ক্যানিং ঝড়খালী রেল সম্প্রসারণের কাজ। বিশেষ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য গত ৮ বছরের বেশী সময়ে একটি টাকাও বরাদ্দ করেনি। ফলে এগোয়নি এই প্রকল্পের কাজ। সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে তাই ট্রেন ধরার জন্য সুন্দরবনের গদখালী, ঝড়খালী, সরবেড়িয়া থেকে আসতে হয়ক্যানিংয়ে। এই এলাকার সমস্ত মানুষজন চাইছেন অতি শীঘ্রই রেল সম্প্রসারণের কাজ শুরু হোক।

এ বিষয়ে সুন্দরবনে রেল সম্প্রসারণের প্রধান উদ্যোক্তা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য লোকমান মোল্লা বলেন, "২০০৮ সাল থেকে এই রেল সম্প্রসারণ নিয়ে লড়াই করছি আমরা। বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের রেল প্রতিমন্ত্রী অধীর চৌধুরী,রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ প্রভু থেকে শুরু করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছেও দরবার করেছি। চিঠি দিয়েছি প্রধানমন্ত্রীর দফতরেও। অথচ কি কারণে কাজ থমকে রয়েছে তা অজ্ঞাত। আমাদের বিশ্বাস সুন্দরবনবাসীর দাবী মেনে রেল সম্প্রসারণ ঘটবে সুন্দরবনের বুকে। আর যদি তা না হয় তাহলে আগামী দিনে সমগ্র সুন্দরবনবাসীকে সাথে নিয়ে আমরা পথে নামবো"।

অন্যদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর দাবী করেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুন্দরবনের বুকে একাধিক ব্রীজ স্থাপন করে সুন্দরবনের এক দ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপে যাওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও বললেন আমিও কাজ করতে পারি। তড়িঘড়ি মাতলা নদীর উপর রেলব্রীজের কাজ শুরু করে দিলেন। বর্তমানে সেই রেলব্রীজের কয়েকটি পিলার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরকারের কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে।'

বাসন্তীর বিজেপি নেতা বিকাশ সরদার জানিয়েছেন, 'রেলব্রিজ কেন কোন উন্নয়ণ বাংলায় করতে পারেনি তৃণমূল। শুধু চপ শিল্প, তেলা শিল্প, কাটমানি নিয়ে শেষ করে দিয়েছে বাংলাকে। রেলব্রিজের জন্য কেন্দ্র টাকা দিলেও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব জমি অধিগ্রহণ করা। ফলে রাজ্য সরকারের গাফিলতিতেই রেলব্রীজ আটকে রয়েছে। তারপর বর্তমানে বাসন্তীর বিধায়ক হয়েছেন শ্যামল মন্ডল। তিনি এতোবেশি উন্নয়ন করেছেন যে, ক্যানিং পশ্চিমের মানুষ তাঁকে প্রত্যাখান করেছে। এবার বাসন্তীর বিধায়ক হয়েছেন, শুধুই প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। তাছাড়া আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি যদি উন্নয়ন করতে হয় রেলব্রীজ করে দেখিয়ে দিন। সেটা কিন্তু তিনি পারবেন না।"

বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেছেন 'কেন্দ্রের গাফিলতিতেই বঞ্চিত হচ্ছে বাংলা, বঞ্চিত হচ্ছে সুন্দরবন। বিগত রেল বাজেটে মাতলা রেলসেতু নিয়ে মাত্র এক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যাতে করে প্রকল্পটি ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।তবে সুন্দরবনের মানুষ যাতে উপকৃত হয় তার জন্য আগামী দিনে আমরা রেলব্রীজ নিয়ে কেন্দ্রের কাছে দরবার করবো।'

অন্যদিকে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস জানিয়েছেন, 'মমতা বন্দোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন মাতলা ব্রীজের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুকুল রায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখনও বেশকিছু কাজের অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে কেন্দ্র সরকার এবং রেলমন্ত্রীকে একাধিকবার জানানো স্বত্বেও রেল সম্প্রসারণের কাজ হয়নি। থমকে পড়ে রয়েছে।'

অন্যদিকে, রাজনৈতিক সমীকরণের জন্য না সুন্দরবনবাসীদের অবহেলিত পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য ক্যানিং-ঝড়খালি রেলপথ সম্প্রসারণে কাজ থমকে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।যদিও সমগ্র সুন্দরবনবাসী অধীর অপেক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে কবে সুন্দরবনের বুকে রেলপথ সম্প্রসারণে কাজ শুরু হয় সেই দিকেই।

এসপি কার্যালয়ে বিজেপির ঘেরাও কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে এবং সন্দেশখালির ঘটনার দোষীদের শাস্তির দাবিতে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি কার্যালয়ে ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। কার্যালয়ে বিজেপির নেতা কর্মী ও মহিলা মোর্চারা ঢুকতে গেলে মিছিল করে বিশাল পুলিশ বাহিনী তাদের আটকে দেয়। গেটের মুখে চলতে থাকে স্লোগান। ডায়মন্ড হারবার জাতীয় সড়কে তখন তীব্র যানজট শুরু হয়। যদিও অ্যাম্বুলেন্সের পথ আটকানো হয়নি। বিজেপির এক প্রতিনিধি দল সুপারের সঙ্গে দেখা করে ডেপুটেশন দেন। ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য নেতা প্রীতম দত্ত, সুফল ঘাঁটু, দীপক হালদার, নানু গাজী, অগ্নিশ্বর নস্কর প্রমুখ। মহিলা মোর্চার নেত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, সন্দেশখালিতে যে অমানবিক নির্যাতন চলছে তার প্রতিবাদে এবং রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে এই ঘেরাও কর্মসূচি ও ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

পুনর্নিলাম বিজ্ঞপ্তি

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন ৪৫ টি ফেরীঘাট ৫২৭/জেড.পি/ফেরী/পুনর্নিলাম/২৪, তারিখ : - ১২/০২/২০২৪ স্মারক অনুযায়ী ০১/০৪/২০২৪ থেকে ৩১/০৩/২০২৫ পর্যন্ত, মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ২১/০২/২০২৪ তারিখে এবং ৫২৮/জেড.পি./পুষ্করিণী/পুনর্নিলাম/২৪, তারিখ : - ১২/০২/২০২৪ স্মারক বরাবর ২০ টি পুষ্করিণী/পুষ্করিণী জমি গুলি ০১/০৪/২০২৪ থেকে ৩১/০৩/২০২৭ পর্যন্ত, বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ২১/০২/২০২৪ তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট/ পুষ্করিণী সংক্রান্ত বিবরণ ও পুনর্নিলামের ন্যূনতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য s24pgs.gov.in-এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

328(2)/DICO/S24Pgs, Dt. 15.02.2024

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 16, 17 February - 23February, 2024

মহানগরে

হকারদের বেআইনি কাজ মানা যাবে না : দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা শহরের হকারদের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার বলে জানান কলকাতা পৌরসংস্থার হকার'স পুনর্বাসন স্কিমস্ বিভাগের দেবাশিস কুমার। তিনি বলেন, নন-ফুড স্টলের ক্ষেত্রে একজন হকার সর্বাধিক ১৫ বর্গ ফুট আর ফুড স্টলের ক্ষেত্রে একজন হকার সর্বাধিক ২৪ বর্গ ফুট জায়গা পেতে পারে। ২০১৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান স্ট্রিট ভেন্ডারস প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশনস্ অফ স্ট্রিট ভেন্ডিং অ্যাক্ট ২০১৪' অনুসারে স্টলের মধ্যে প্লাস্টিক বা দাহ্য বস্তু ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদি কেউ এটা ব্যবহার করে, তাহলে এনলিস্টমেন্ট ভেন্ডারদের থেকে তার নাম বাদ হয়ে যাবে। ফুটপাথে নিজের জায়গায় হকারি না করে অন্যকে ভাড়া দেওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদি এটা প্রমাণ হয় তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থার এনলিস্টমেন্ট বাতিল হয়ে যাবে। বেআইনি কাজ কোনও ভাবেই মানা যাবে না। কলকাতা শহরে একজন ব্যক্তি হকারি করার জন্য কেবলমাত্র একটি জায়গা দখল করতে পারেন। দীর্ঘ দিন বন্ধ হয়ে থাকা স্টল কলকাতা পৌরসংস্থার 'দি টাউন ভেন্ডিং কমিটি'র অনুমতি সাপেক্ষে তুলে নেওয়া যেতে পারে। এবং অন্য কাউকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। আর ওয়ার্ডভিত্তিক নথিভুক্ত হকারদের তালিকা কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েবসাইটে সহজেই পাওয়া যাবে। যদি কেউ দেখতে চান, তবে কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। সেখানে দেখে নিতে পারেন।

পরীক্ষার্থী কমল উচ্চমাধ্যমিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাজ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবার উচ্চ মাধ্যমিকে একটা বড়োসড়ো সংখ্যায় কমে গেল। গত বছর মোট এনরোলড পরীক্ষার্থী ছিল ৮,৫২,৪৪৪ জন। আর এবার এ পর্যন্ত মোট পরীক্ষার্থী রয়েছে ৭ লক্ষ ৯০ হাজারের কিছু বেশি। যা ২০২৩ – এর তুলনায় কমবেশি ৬২ হাজার কম। যদিও ২০২২ সালে মোট উত্তীর্ণ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৯,৪৯,৯২৭ জন যার মধ্যে নিয়মিত পাস করা পরীক্ষার্থী ছিল ৯,৫৫,৮৬৮ জন। প্রশ্ন উঠছে ২০২২ – এ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করা কমবেশি ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ছাত্রছাত্রী সাধারণ পড়াশুনা থেকে গেল কোথায়? এরাই তো এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা। তাহলে কী এরা জেনারেল পড়াশুনা ত্যাগ করে টেকনিক্যাল পড়াশুনায় ঢুকে পড়েছে? আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এ যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসলো, তারা হল ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যারা ২০২১-এ কোভিডের কারণে মাধ্যমিকের সম্পূর্ণ পাঠক্রমের ওপর পরীক্ষা দেয়নি। কোনও বিষয়ে ছিল ৬০ শতাংশ পাঠক্রম তো কোনও বিষয় ৭০ – ৮০ শতাংশ পাঠক্রম। ফলে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ২০২২ সালে সাতটা বিষয়েই অসম্পূর্ণ পাঠক্রমে পরীক্ষা দিয়ে সেবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে। ফলে এবার দেখার বিষয় এদের পরীক্ষার ফলাফল কেমন হয়। এবারের উচ্চমাধ্যমিক আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে। রাজ্যে মোট পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে ২,৩৪১ টি। তারমধ্যে স্পর্শকাতর পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে ১৭৬টি।

জঞ্জাল বিভাগের বসে যাওয়া কর্মীদের কাজ দেওয়ার আশ্বাস

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার বর্জ্য আবর্জনা দফতরের বর্তমান কর্মীরা পিএফ এবং ইএসআই-এর সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেছে যে, ২০২৩ – এর ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৩, ৪৭, ৬৫, ১০৩, ১১০, ১১৫ ও ১৩০ এই সাতটি ওয়ার্ডে যাঁরা কর্মরত ছিলেন, যাঁদের বয়স ৪০ বছরের উর্ধ্বে তাদের বসিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ তাদের কাজটা চলে গেল। কিন্তু এই অধিবেশন কক্ষেই মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কারোর কাজ চলে যাবে না। এই সাতটি ওয়ার্ডে কর্মরতদের ১০০ দিনের 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে'র কর্মী হিসাবে যুক্ত করা হবে। এবং মেয়রের কাছ থেকেও সেই অনুযায়ী অ্যাপ্রুভাল পেয়েছিলাম। সে অনুযায়ী এই সাতটি ওয়ার্ডের বসে যাওয়া কর্মীদের নিয়ে একটি তালিকাও তৈরি করা হয় বলে পৌরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায় পৌরঅধিবেশনে জানান। তিনি বলেন, আমার ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের যে পাঁচজন কর্মী ছিলেন তাদের ফর্ম ফিলাপ করে যথাযথ ডকুমেন্ট দিয়ে আমরা সাবমিটও করি যাতে তারা ১০০ দিনের কর্মী হিসাবে কাজে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু প্রায় একটা বছর ঘুরতে চলল এখনও পর্যন্ত তারা কাজে যোগ দিতে পারলেন না। যে কাজ তারা আগে করতো সেই কাজেই তারা যুক্ত হতে চায়। মানবিকতার সঙ্গে যদি এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় এবং ১০০

দিনের কর্মী হিসাবে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই যাতে তারা যুক্ত হতে পারে তার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

কলকাতায় প্রথম সাতটি ওয়ার্ডে 'উৎসেই জঞ্জাল পৃথকীকরণ' চালু হয়েছিল। এই সাতটি ওয়ার্ডে একটি অদ্ভুত অবস্থা ছিল। লেবাররা কোথাও চার হাজার টাকা, কোথাও আবার সাড়ে চার হাজার টাকা পেতো। তাদের পিএফ, ইএসআই এবং পেনশন কিছুই ছিল না। পরবর্তী কালে এই সাতটি ওয়ার্ড সহ কলকাতা পৌরসংস্থার আরও নয়া ২০টি ওয়ার্ডে এই 'এই পৃথকীকরণ পদ্ধতি চালু করা হয়। তারপর গতবছর থেকে সারা কলকাতার সমস্ত ওয়ার্ডে 'উৎসেই জঞ্জাল পৃথকীকরণ' পদ্ধতি চালু হয়েছে। তখন এই সাত ওয়ার্ডের কর্মীদের নিয়ে কী করা হবে, সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। তখন মহানাগরিকের পরামর্শ অনুযায়ী এদের সোশাল সিকিউরিটির আওতায় আনার কথা বলা হয়। এখন এই সাত ওয়ার্ডে যারা ওয়ার্কার আছে, যাদেরকে আমরা নিয়োগ করেছি, তারা প্রত্যেকে পিএফ, ইএসআই ও ভবিষ্যতের ন্যূনতম পেনশন সবই পাবে। কিন্তু, সমস্যাটা হল, এই সাতটি ওয়ার্ডে যারা কাজ করত, তাতে লেবার সংখ্যা বলা ছিল। ফলে এখানের কোথাও বেশি সংখ্যায় লেবার কাজ করত। বলা ছিল জঞ্জাল পৃথকীকরণে কাজ করবে সর্বোচ্চ ১০ জন।

এদিকে পিএফ, ইএসআই – এর ক্ষেত্রে আইনে সাধারণত ৪০ বছর এবং এসসি, এসটি ও ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর এর বেশি বয়স হলে পি এফ, ইএসআই ও পেনসনের আওতায় আসবে না। ফলে ওই সাতটি ওয়ার্ডে যাঁরা কাজ করছিল, তাদের কী করা হবে? সিদ্ধান্ত হয় ১০০ দিনের কাজে নেওয়া হবে। পৌরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায় বলেন, তাদের নামের লিস্ট আছে, সেই লিস্ট দিলে ১০০ দিনের কাজে লোক নেওয়া হবে। যেখানে ফাঁকা আছে, সেখানে ট্রান্সফার করা হবে। তবে যে ওয়ার্ডে চাইছে সে ওয়ার্ডে নাও হতে পারে, পাশের ওয়ার্ডে হবে। আপনি ওই কর্মীদের লিস্ট দিন, কাজের ব্যবস্থা হবে। কাউকেই কাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। এবং প্রত্যেককেই সেফটি – সিকিউরিটি গার্ড দেবো।

মেয়র পারিষদ জানান, ওই সাতটি ওয়ার্ডের ওই কর্মীদের ২০১০ – এর পৌরনির্বাচনের আগে নেওয়া হয়। তবে আমরা চেষ্টা করছি ওদের বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য ওদের ছেলেদের বা আত্মীয়স্বজনদের পরিবর্ত হিসাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। ৪০ বছরের কম বয়স হলে পিএফ, ইএসআই ও পেনসন সবই পাবে। নামের লিস্টটি পেলেই ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। লিস্টটা আগে দিন।

লেন্স বার্তা

উৎসব : সিনেমায় সরস্বতী তিনটে বছর পার করে এ বছর চতুর্থ বছর। সরস্বতী পুজোর দিন সকাল থেকেই চলচ্চিত্র জগতের এবং টেলি জগতের কলাকুশলীরা ভিড় জমিয়ে ছিল পাটুলির যাত্রা শুরু সংঘ ক্লাবের মাঠে। নাচে গানে আড্ডায় মেতে উঠেছিল সকলে। কলাকুশলীরা জানালেন তারা আবার স্কুল এবং কলেজের জীবনে ফিরে গিয়েছেন তাই ছোটবেলার মতন তারা আনন্দ করছেন ভোগ খাচ্ছেন সবাই মিলে। এছাড়াও প্রাঙ্গণে বিভিন্ন খাবারের স্থলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। বিশেষ শিশু মানুষেরাও অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানে। প্রিয় কলাকুশলীদের দেখে তাদের ভক্তদের ছিল সেলফি তোলার হিরিক। ১৫ জানুয়ারি আজকেও চলবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সকাল থেকে রাত অব্দি।

বাগদেবী : আলিপুর বার্তার দপ্তরে সরস্বতী আরাধনা। । ছবি : অরুণ লোধ

এখানে ওখানে

শাড়ির ফটো ফ্রেমে পদ্মশ্রীর নেতাজি

মলয় সুর

জামদানি শাড়ির উপর কখনও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা ব্যানার্জী, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মনমোহন সিং, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর প্রতিকৃতি। এরকম কয়েক হাজার ফটো ফ্রেম তৈরি করেছেন তিনি। এবার জামদানি শাড়িতে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মুখাবয়ব ফুটিয়ে তুললেন নদিয়ার ফুলিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত তাঁত শিল্পী বীরেনকুমার বসাক। নেতাজির ১২৮তম জন্মদিনে এভাবেই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ৭৩ বছর বয়সের এই শিল্পী। নেতাজির জন্ম দিবস ২৩ জানুয়ারির আগে ফুলিয়া তাঁতশিল্পীর এমন সৃষ্টিকলা দেখে উচ্ছ্বসিত সকল প্রতিবেশিরা।

জামদানি কোরা সিল্কের উপর কালো সুতোর কাজে এমন শাড়ি তৈরিতে শিল্পীর সময় লেগেছে দেড়মাস। এতে খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার টাকা। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে। ঘরিন্দা গ্রামে তাঁর জন্ম। ওই গ্রামেই জাদু সম্রাট পিসি সরকারের আদি বাড়ি। বর্তমানে তিনি নদিয়ার ফুলিয়া চটকাতলার বাসিন্দা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৬৩ সালে তিনি ফুলিয়া আসেন। সেই সময় ফুলিয়ার স্থানীয় বাসিন্দা যোগেন্দ্রমোহন বসাকের কাছেই তাঁর ঠাঁই হয়। এর আগে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই তাঁতের কাজ শুরু করেন। কাপড় বুনে দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর ধরে জামদানি শাড়ি নিয়ে কাজ করছেন। এক বছরে ৭০০টি সুতির শাড়ি তৈরি করে রেকর্ড করেন। এজন্য ২০১৮ সালে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও তাঁর নাম লিপিবদ্ধ হয়। ২০২১ সালের ৯ নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে রামনাথ কোবিন্দের থেকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন।

এছাড়াও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে জাতীয় পুরস্কারের সম্মান। উল্লেখ্য ১৯১৮তে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক হ্যান্ডিক্রাফট হ্যান্ডলুম মেলাতে যোগ দেন। সেখানে বীরেনবাবুর শাড়ির কদর উচ্চ প্রশংসা পায়। জীবদ্দশায় তিনি একটি মিউজিয়াম করতে ইচ্ছুক। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এটাই তাঁর ক্ষোভ। তাঁর একমাত্র ছেলে অভিনব বসাক এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বীরেনবাবুর স্ত্রী বাণী বসাক ওনার এই সাফল্যের পিছনে অনেকটা অংশ জড়িয়ে রয়েছেন।

কলকাতার কাছেই আরেক তারাপীঠ

কুনাল মল্লিক

বাটানগর : কলকাতার খুব কাছেই অবিকল গড়ে উঠেছে আর এক তারাপীঠ। মন্দির এবং মায়ের বিগ্রহ দেখলে মনে হবে যেন বীরভূমের তারাপীঠে দাঁড়িয়ে আছি। গত ১৫ জানুয়ারি এই তারাপীঠ মন্দিরের উদ্বোধন হয়। মহেশতলা পৌরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়ন পল্লীতে এই তারাপীঠ গড়ে উঠেছে। কয়েকজন উৎসাহী যুবক প্রথমে ভেবেছিল এখানে বড় শিব কালী কিংবা বড় ঠাকুরের মন্দির হবে। পরে তারা সিদ্ধান্ত নেয় না এখানে তারা মায়েরই মন্দির হবে। কারণ অনেক মানুষকে বীরভূমের তারাপীঠে গিয়ে মাকে পুজো দিতে হয়। লাইনে দাঁড়ানোর জন্য গুনতে হয় আরো স্পেশাল টাকা। মোটকথা তারাপীঠে যেতে গেলে অনেক রকম সমস্যার ব্যাপার থাকে। তাই যথারীতি তন্ত্রমতে নিয়ম-কানুন মেনে এই তারাপীঠ এবং তারা মায়ের বিগ্রহের উদ্বোধন হয়। মন্দির নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ এবং গর্ভগৃহে ঢোকার যে দরজা আছে তা অবিকল বীরভূমের তারাপীঠের মন্দিরের মতো। মন্দিরের ভিতরে বিগ্রহের পিছনের যে কারু কাজ তাও তারাপীঠের মন্দিরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন শেখ আজহারউদ্দিন এবং তার ভাই সেলিম শেখ। মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করেছেন গাইড হিসেবে সৌমিক গুপ্ত। তারা মায়ের বিগ্রহটি নির্মাণ করেছেন কুমারটুলির শিল্পী অসীম পাল। মায়ের বিগ্রহের নিচে আছে শীলা মূর্তিও। তবে এখানে শিলা মূর্তিটি বামদেব যেভাবে মা তারাকে দেখেছিলেন সেই রূপে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে শিলা মূর্তিটির রূপ নীল সরস্বতীর উগ্রতারা। পূজারী সাধক এবং তন্ত্র বিশারদ রাহুল মাইতি এই শিলামূর্তি নির্মাণ করেছেন অনেক চিন্তা ভাবনা করে। কথায় বলে গঙ্গার উপকূল বারাণসীর সমতুল। অধিকাংশ শক্তিপীঠ বা সিদ্ধ পিঠ নদীর

পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। নদীর পূর্ব উপকূলে অবস্থিত বাটানগরের তারাপীঠ মন্দির। মন্দির কমিটির প্রধান উদ্যোক্তারা হলেন রাজু চক্রবর্তী, তাপস রায়, সৌমিক গুপ্ত, উদয় ভর, বিপ্লব দত্ত, বিশ্বজিৎ দত্ত, সুশীল গায়েন শঙ্কর নস্কর দিলীপ দত্ত, প্রসেনজিৎ মণ্ডল এবং পিনাক দাশগুপ্ত। তারা জানালেন এখানে যে তারা মা প্রতিষ্ঠা আছেন তার নাম মা কল্যাণেশ্বরী এবং শিব চন্দ্রচূড় ভৈরব। সকাল সাড়ে ৫টায় শিলামূর্তির স্নান করানো হয়। তারপর মায়ের প্রাতঃরাশ ও মঙ্গল আরতি এবং পুজো দেওয়া শুরু হয়। দুপুর একটার সময় মাকে ভোগ প্রদান করা হয়। একটা তিরিশ মিনিটে মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হয়। সাড়ে চারটের সময় আবার খোলা হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় সন্ধ্যা আরতি এবং শীতল ভোগ দেওয়া হয় মাকে এবং সেই ভোগ ভক্তদের মধ্যে বিতরণও করা হয়। সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে শীলা মূর্তি দর্শন করানো হয়। রাত নটার সময় মন্দিরে দরোজা আবার বন্ধ হয়ে যায়। উদ্যোক্তারা জানালেন ইতিমধ্যে হাওড়া হুগলি সুন্দরবন ফলতা ডায়মন্ডহারবার ও কলকাতা থেকে ভক্ত জন এখানে আসতে শুরু করেছে। অনেকেই শান্ত পরিবেশে নিজের হাতে পুজো দিতে পেরে অত্যন্ত আপ্লুত। কলকাতা থেকে আসতে হলে দক্ষিণ শাখার শিয়ালদহ বজবজ ট্রেন ধরে নুঙ্গি স্টেশনে নামতে হবে। তারপর টোটো কিংবা অটো করে পৌঁছে যাওয়া যাবে বাটানগর এর উদয়ন পল্লীর তারাপীঠ মন্দিরে। সড়কপথে এলে তারাতলা থেকে সম্প্রীতি ব্রিজ ধরে বাটানগর মোড়ে আসতে হবে। ওখান থেকে টোটো বা অটো করে এই মন্দিরে আসতে পারেন।

প্রাচীন মন্দির নিয়ে রহস্য, কে তৈরি করলেন? দাবি উঠল সংস্কারের

সুভাষ চন্দ্র দাশ

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। সেই সুন্দরবনের দাপুটে মাতলা নদীর শাখানদী পিয়ালি। মধ্যযুগের দাপুটে এই পিয়ালি নদীর দুই তীরে ঘন জঙ্গল।সারি সারি হেতাল, গরান গাছ। নদীতে তখন যানবাহন বলতে একমাত্র দাঁড় ও পালতোলা নৌকাই ভরসা।পিয়ালির দুই তীরে রয়েছে তিলপী ও ধর্মতলার কয়ুয়া এলাকা। সেখানে কোন মানুষের বসবাস নেই। জানা যায় কিছু দূরেই কেল্লা জঙ্গল থেকে বাঘ ও হরিণ সুন্দরবনের এই এলাকায় বিচরণ করতো।ব্যবসার জন্য তখন এলাকার মানুষজন দূরদূরান্ত থেকে পালতোলা নৌকায় চেপে পিয়ালির বুক চিরে ধোষা বাজারে যেতেন।ধোষা বাজারে যাওয়ার কয়েক কিলোমিটার আগেই একটি জায়গায় প্রায় প্রতিনিয়ত নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটতো।নৌকা ডুবির ঘটনায় অসংখ্য মানুষজন পিয়ালির বুকে সলিল সমাধিস্ত হয়েছেন।জানা যায় পিয়ালি'র যেখানে অহরহ নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটতো সেখানেই আচমকা একটি মাটির উঁচুঢিবি তৈরী হয়।নদীতে জোয়ারের জল বাড়লেও সেই উঁচুঢিবির উপর কখনও জল উঠতো না। আসে পাশের এলাকা জলমগ্ন হলেও উঁচুঢিবি ছিল অক্ষত।আশ্চর্যজনক সেই স্থানে তৎকালীন সময়ে নৌকার

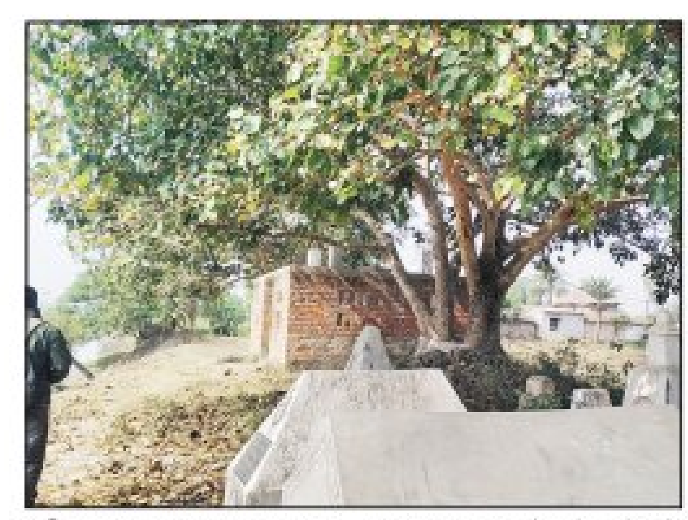

যাত্রীরা সেখান থেকে যাওয়ার সময় ভগবান, আল্লা'র স্মরণ করতেন। পাশাপাশি প্রাণে বাঁচার জন্য পিয়ালির নদীর বুকে পয়সা ফেলতেন নমস্কার করে।কখনও পরিত্রাণ পেতেন আবার কখনওবা নৌকার সকল যাত্রী সহ পিয়ালির বুকে সলিল সমাধিস্ত হতেন।আরো জানা যায় সেই সময় সেন যুগের লক্ষণ সেন এর নদীয়া দখল করেন ইক্তার উদ্দিন মোহাম্মদ বিনবক্তিয়ার খলজি।খলজি'র হাত থেকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে লক্ষণ সেন সুন্দরবনের ওই এলাকায় আত্মগোপন করেছিলেন।তবে সে সব ইতিহাস। এরই মধ্যে আশ্চর্য জনক ওই উঁচু ঢিবির উপর গড়ে ওঠে একটি মন্দির। সেখানে ঠাঁই হয় বনবিবি, নারায়ণী ও গঙ্গাদেবী'র। নৌকাডুবি এবং জঙ্গলের বাঘ ও হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচতে শুরু হয় পুজো পার্বণ।এদিকে পিয়ালি নদীকে বাগে আনতে ১৯৭৫ সালে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় পিয়ালি নদীর বুকে বাঁধ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।সেই বাঁধ নির্মাণ হয় কেল্লা এলাকায়।বাঁধ নির্মাণের পর পিয়ালির দাপট হারিয়ে যায়। মজে যেতে থাকে পিয়ালি।এমত অবস্থায় ১৯৯০ সালে আমতলার কয়ুয়া সংলগ্ন পিয়ালির তীর গড়ে ওঠে জনবসতি।নারায়ণী দেবীর নাম অনুসারে এলাকার মানুষের মুখে মুখে গ্রামের নামকরণ হয় নারায়ণীতলা। প্রাচীন মন্দিরে শুরু হয় পুজোপার্বণ।মন্দিরে সারাবছর পুজো হলেও ,মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মাঘ মাসের প্রথম তিন দিন মেলা বসে মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন ভীড় জমায় এই মেলায়। অনেকেই আবার প্রাচীন এই মন্দির মানত করেন। মানত পূরণ হলে পরের বছর পুজো দিয়ে মানত শোধ করেন। এছাড়াও মন্দির পাশেই গড়ে ওঠে হিন্দু সংকার শ্মশান। এলাকায় কোন শ্মশান না থাকার জন্য শ্মশান গড়েছেন এলাকার বাসিন্দা পঞ্চানন মন্ডল ও শচীপদ ভুঁইয়া। বর্তমানে প্রাচীন এই মন্দিরটি ভগ্নদশায় বিলিন হতে বসেছে।এলাকার মানুষের দাবী প্রাচীন এই মন্দিরকে যদি সরকার কিংবা কোন সহৃদয় সংস্থা বা ব্যক্তি সংস্কার করেন তাহলে পৌরাণিকের প্রাচীন মন্দিরটি রক্ষা পাবে।

অবলুপ্ত আমতার বিনোদন কেন্দ্র 'চণ্ডী টকী হাউস'

দীপংকর মান্না

প্রাচীন আমতা। প্রাচীন নগর।একে একে বিলুপ্ত প্রাচীনত্বের অনেক স্মৃতি। অবলুপ্ত 'আমতা বন্দর', 'মার্টিন কোম্পানির ট্রেন', 'খানহাঁকখানা', অবলুপ্ত 'নীলকুঠি'র পাশাপাশি প্রাচীন আমতার একমাত্র বিনোদন কেন্দ্র 'চণ্ডী টকী হাউস'। সিনেমার নির্বাক যুগ শেষ। সেই সময় আমতায় সিনেমা হল তৈরির ভাবনা।'চণ্ডী' আমতার বিখ্যাত মা মেলাইচণ্ডী স্মরণে।'টকী' মানে কথা বলা।'চণ্ডী' আর 'টকী' এক হয়ে 'চণ্ডী টকী'। আমতার নেতুবাবু (জয়গোপাল দত্ত) ও সন্ন্যাসী চরিত ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সন্ন্যাসী চরিত প্রথম সিনেমা হল করেন।সেটি ছিল টিন ঘেরা নির্বাক সিনেমা। দুই বন্ধুর মধ্যে একদিন সিনেমা দেখা নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধে। অপমানিত হন নেতুবাবু। জেদ চাপে মাথায়। নিজেই করবেন সিনেমা হল। আর সেই সিনেমা হবে কথা বলা।১৯৩২ সালে নেতুবাবু তৈরি করে ফেললেন সিনেমা হল। নাম হল 'চণ্ডী টকী হাউস'। প্রথমদিকে মানুষজন বলতেন 'নেড়াবেনের প্যান্ডেল'। প্রথমদিকে দর্শকরা মাটিতে বসে সিনেমা দেখতেন। শো ছিল দুটো 'ম্যাটিনি শো' (বিকাল ৫টা) আর 'ইভিনিং শো' (সন্ধ্যা ৬টা)। টিকিটের মূল্য ছিল ৮ পয়সা ও ১০ পয়সা। ষাটের দশকে সিনেমা হল হয় দ্বিতল, চালু হয় ব্যালকনি। প্রথমদিকে মানুষের অনুভূতি ছিল আলাদা: 'ছবি কথা বলছে, সে এক হই হই রই রই কাণ্ড'! একসময় সিনেমা দেখার জন্য এলাকায় বেড়ে যায় চুরিচামারি। তখন সিনেমায় রিল ছিল। ১৬ রিল, ১৮ রিলের সিনেমা। কোন সময় অপারেটর রিল কমিয়ে দিলে হৈ হৈ কাণ্ড হত। শোনা যায় একবার তো দর্শকরা ম্যানেজারকে ইজিচেয়ার সমেত উল্টে দেয়। তবে নেতুবাবু ছিলেন প্রকৃত ভদ্রলোক। উনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন কোন দিকে তাকাতেন না। 'চণ্ডী টকী হাউস' আজ আর নেই। আজ কেবল ইতিহাস। চণ্ডী টকীর স্থানে তৈরি হয়েছে দোকানবাড়ি। আজ 'চণ্ডী টকী' স্মৃতিতে আর শ্রুতিতে।স্মৃতি স্বরূপ বেঁচে আছে আমতা সিনেমাতলা রাস্তা। সুখের কথা বিলুপ্ত 'চণ্ডী টকী'-র বিপরীতে তৈরি হয়েছে আমতা অডিটোরিয়াম। বর্তমানে অডিটোরিয়াম নতুন সাজে নতুন রূপে 'রবীন্দ্র

CamScanner

মাঙ্গলিকী

সুন্দরবনে বাদাবনের কাব্য পুস্তক পরিচিতি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : অমল নায়েকের কবিতার বই 'বাদাবনের কাব্য' সুন্দরবনের বাসন্তীর শিবগঞ্জে ধনঞ্জয়-চম্পাবতী স্মৃতি সভাকক্ষে পুস্তকটির পরিচিতি অনুষ্ঠান হল। এলাকার কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা সব মিলিয়ে দুইশতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এই বইটি সবার সামনে এল। সুন্দরবন নিয়ে অনেক বই রয়েছে তবে কবিতার মাধ্যমে অমলবাবু তার বাদাবনের কাব্যগ্রন্থে সুন্দরবনকে তুলে ধরেছেন। অমলবাবু দীর্ঘ ৩৫ বছর সুন্দরবনে শিক্ষকতা করেছেন। প্রায় ৪৫ বছর তিনি সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে প্রান্তিক মানুষদের জন্য সমাজসেবার কাজ করে চলেছেন। সুন্দরবনকে নিজের চোখে দেখেছেন। সেই চিত্র তিনি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে ৪০টি কবিতা স্থান পেয়েছে। সুন্দরবনের বাদাবন নদী, খাঁড়ি, জল-জঙ্গল, বন্যপ্রাণ, পাখি, জেলে, মৌলে, বাঘ বিধবা মা ও তাদের অসহায় সন্তানদের কথা কবিতায় তুলে এনেছেন। সুন্দরবনের গ্রামের চিত্র, সুন্দরবনবাসীর জীবনসংগ্রাম, বাঘে-মানুষে লড়াইয়ের কথা তিনি কবিতায় এঁকেছেন। শুধু বর্ণনা নয় প্রতিবাদের সুরও তার কবিতায় ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন দ্বীপে যেভাবে বাদাবন ধ্বংস হচ্ছে সেখানে কবি প্রশ্ন তুলেছেন- গাছ গাছালি কেটে যদি বাদাবনের ধ্বংস/ কোথা বাস করবে পাখি যা তাদেরি অংশ? আমফান, ইয়াসের বন্যায় ভেসে যাওয়া একমাত্র কুঁড়েঘরটি হারিয়ে এক ক্ষুধার্থ বৃদ্ধার হাহাকার তিনি তার 'ভাগ্যহীনা' কবিতায় লিখেছেন- এক বেলা আধ পেটা খায়, আর জোটে না অন্ন/ প্রশ্ন ঘোরে মনের মাঝে, অভাব কিসের জন্য? সুন্দরবনের নদী বাঁধে কুঁড়েঘরে থাকা এক বাঘ বিধবা মা ও তার সন্তানের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন- কুঁড়েঘরে বাঘ বিধবা চোখের জলে ভাসে/ খিদে পেটে ছোট্ট ছেলে ছুটতে ছুটতে আসে। কবিতায় তিনি সুন্দরবনের বিভিন্ন নদনদী, বনের পশু, পাখি, গাছ-গাছালি এমনভাবে স্থান দিয়েছেন যে সুন্দরবন সম্পর্কে পাঠকের এক সম্যক ধারণা তৈরি হবে। অমলবাবুর এই কবিতাগুলি ইতিমধ্যে পাঠক মনে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি বিশ্বজিৎ মিত্র, হিমাংশু মিস্ত্রি, সঞ্জয় কুমার দাস, পলাশ হালদার, প্রাবন্ধিক প্রদ্যুম্ন হালদার, বিশ্ব পরিব্রাজক সোমেন দেবনাথ, শিক্ষারত্ন শিক্ষক বিবেক পাল, বাচিক শিল্পী ননীগোপাল সরদার, নীলাঞ্জনা পাত্র সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। উল্লেখ্য, এই পুস্তক পরিচিতি অনুষ্ঠানে ২১০টি বই পাঠকেরা সংগ্রহ করে নেন। পাঠ প্রতিক্রিয়ায় অনেক বক্তা বলেন শিক্ষকতা ও সেবা কাজের সঙ্গে অমলবাবু সহজ সরল ভাষায় যেভাবে কবিতা লিখেছেন তা পাঠককূলে সাড়া ফেলে দিয়েছে। এই অনন্য গ্রন্থটির জন্য 'স্বীকৃতি প্রকাশনী'র পক্ষ থেকে অমলবাবুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

কচিকাঁচা সবুজ সাথী (সম্পাদনায় বিধান সাহা ও কৃষ্ণা নাথ শারদীয়া ১৪৩০ সংখ্যা, মূল্য - ৪০ টাঃ) প্রয়াত শিশু-সাহিত্যিক বিমল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই শিশু-কিশোরদের জন্য পত্রিকাটি নিরুচ্চার অথচ সুন্দরভাবে তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আশী পাতার এই শারদ সংখ্যাটি অত্যন্ত সুনির্মিত। ড. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর জানা, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভীম ঘোষ, আব্দুল হান্নান, বিবেকানন্দ নস্কর, সতীরঞ্জন আদক প্রমুখের লেখায় সমৃদ্ধ। গল্পের বিভাগেও বেশ কয়েকটি ভালো গল্পের সমাহার স্বাতী চন্দ, পুতুল ভট্টাচার্য, সাবিত্রী নন্দী, নীহারেন্দু দাস, সুকুমার মণ্ডল। প্রবন্ধে প্রবীর নন্দী, ড. অশোক কুমার ভট্টাচার্য ও সৈয়দ রেজাউল করিম। কচি কলম পত্রিকা তথা বিভাগটিতে ছোটরা কলম ধরেছে। অত্যন্ত ভরসার কথা সেটা।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

অশোক সেন : গত ২৬ জানুয়ারি শুক্রবার দুপুর ২টোয় শুরু হয় হাওড়া বেলিজিয়াস ফ্রেন্ডস ক্লাব প্রাঙ্গনে আয়োজিত মেগা অঙ্কন প্রতিযোগিতার। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিযোগিতায় ৩টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে কচিকাচারা। সমগ্র আয়োজন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন কাউন্সিলার রতেন দাস, ক্লাব সম্পাদক রাধা পাল, গেম সেক্রেটারি সত্যজিৎ রায় ক্লাব সদস্য স্বপন মান্না, রাজু, মলয়, টনি বনি, বুম্বা। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় সন্ধ্যা ৬টায়। পুরস্কার বিতরণ হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন বিকালে।

৯৫ বছরে রবিবাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাহিত্যিক জলধর সেনের নেতৃত্বে রবিবাসর এর পথ চলা শুরু হয়েছিল ৯৫ বছর আগে। সেই ধারা বহমান। গত ১৪ জানুয়ারি অভিনেতা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষের বাড়িতে ৯৫ বছরের দ্বিতীয় অধিবেশনটি বসেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির সামনে ড. পিনাকেশ সরকার, ড. মমতা রায়, অভিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই দিনের সভার শুভ সূচনা করে। উদ্বোধন সংগীত রাখো রাখো রে জীবনে পরিবেশন করলেন রিজু রায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. পিনাকেশ সরকার ছিলেন প্রধান বক্তা। জন্মের দ্বিশতবর্ষে মধুসূদন দত্তকে নিয়ে অপূর্ব বক্তৃতা দিলেন তিনি। সংগীত পরিবেশন করেন অধ্যাপিকা ড. শেলী ভট্টাচার্য, ড. শঙ্কর ঘোষ। বক্তব্য ও কবিতা পাঠে ছিলেন অধ্যাপিকা ড. কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, ড. স্বস্তি মণ্ডল, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন, কৃতি দাস প্রমুখ। বাচিক শিল্পী দম্পতি কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস আবৃত্তিতে সবার নজর কাড়লেন। মধুসূদনের প্রথমা পত্নী রেবেকাকে নিয়ে এক অভূতপূর্ব শ্রুতি নাটক পরিবেশন করলেন অধ্যাপিকা ড. মীনাক্ষী সিংহ। আকর্ষণীয় এক শ্রুতি নাটক শুভ জন্মদিন পরিবেশন করলেন দিব্যেন্দু রায় ও পারমিতা রায়। সভানেত্রীর আসনে ছিলেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য ড. মমতা রায়। অসাধারণ ভাষণ দিলেন তিনি। এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সামলেছেন সংস্থার বর্তমান সম্পাদক অভিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেন অধ্যাপিকা ড. সুজাতা ঘোষ।

অনবদ্য এক চিত্র প্রদর্শনী

অভিমন্যু দাস : শীতের শেষ প্রান্তে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে অভিবন্দনা আয়োজিত উইন্টার কার্নিভাল শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীটি এক কথায় অসাধারণ। এই চিত্র প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মাধ্যমের নানান ভাবনার অঙ্কন চিত্রের এক অসাধারণ মেলবন্ধন চিত্র প্রদর্শনীটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। ২৩জন শিল্পীর ৬০টি ভিন্নধারার অঙ্কন চিত্রের মধ্যেই ছিল একটা শান্ত স্নিগ্ধ কোমলতার ছাপ যা মনকে দেয় পরমতৃপ্তি ও সুখ অনুভূতি। রত্নাবলী দত্তের গ্রামবাংলার অপরূপ দৃশ্য নির্মাণ, চান্দ্রেয়ী রায়ের শৈশবের নানাবিধ মনের ইচ্ছা মিশ্র মাধ্যমে প্রকাশ কিম্বা রণিতা মণ্ডলের নারী জীবনের নানান মুহূর্তকে রং তুলির মাধ্যমে রাঙিয়ে তোলা বা মিলন পিটের চোখে নারী কখনো মাতৃরূপে, কখনো দুর্গারূপে আবার কখনো রাধারূপে ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে। আবার দেবাঞ্জনদের চোখে নারীকে দুর্গা ধারণকারী শক্তিরূপে দেখার চিত্রগুলি সত্যিই অসাধারণ। সুন্দরী নারীর মুখমণ্ডলকে নিজের ভাবনায় অসাধারণভাবে ড্রাইপেস্টাল কালারে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রবীর সাহা। নারীকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করেছেন পরিচয় মণ্ডল। তাঁর পাঁচটি কাজের মধ্যেই একটা স্বতন্ত্রতার ছাপ ফুটে উঠেছে। জল রং ব্যবহারের মাধ্যমে মিনু দে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের দুটি চিত্র অসাধারণ। জল রংকে সাদা কালো মাধ্যমে ব্যস্ত কলকাতা শহরের রাস্তার ছবি সন্তোষ কেশরী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। অমরেশ রক্ষিতের মিশ্র মাধ্যমের 'সাধু' চিত্রটিকে দেখে মনে হবে যেন ফটোগ্রাফী। চারকোলের মাধ্যমে অনীকেত রায়ের ত্রিনয়ন অসাধারণ। জল রংয়ের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের অপরূপ চিত্র নির্মাণে সুব্রত ভৌমিক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া কাকলী বোস, সুমিতা কুমারী, সমর রায়, তানিয়া পাল, প্রিয়াঙ্কা ঘোষের কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। সমাদৃত মুখার্জি সর্দারের দুটি ভিন্ন ধারার বিমূর্ত চিত্র দুটি প্রদর্শনীতে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। কপার তার দ্বারা নির্মিত রোনিক শীটের একটি মাত্র ভাস্কর্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। অভিনন্দনার উইন্টার কার্নিভাল এক কথায় অনবদ্য একটি চিত্র প্রদর্শনী।

মধুকবির স্মরণে প্রাক্তনীর অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : গত মঙ্গলবার ৬ তারিখ দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর মাসিক অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে জন্মের দ্বিশতবর্ষে মধুসূদন দত্ত শীর্ষক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. পিনাকেশ সরকার ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি এই প্রাক্তনীর সভাপতিও বটে। মধুসূদনের জীবনের নানা কথা ও সাহিত্যকর্ম উঠে এল তাঁর বক্তব্যে। প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ মধুসূদনের একটি কবিতায় সুরারোপ করে গাইলেন গান। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন অপর্ণা বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন, শীলা দত্ত, অরিন্দম, বিশ্বজিৎ, অমিতায়ু, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন চট্টোপাধ্যায়।

নামখানা গণেশ নগরে সাহিত্য সম্মেলন ও গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ ফেব্রুয়ারি রবিবার অনন্যা শুক্তি পত্রিকার উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকার নামখানা সাগর কাকদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে বার্ষিক সাহিত্য সভার আয়োজন হয়েছিল। সারাদিনের এই সাহিত্য অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল ক্ষুদিরাম স্মৃতি সঙ্গীত ও সাহিত্য একাডেমি তথা অনন্যা শুক্তি পত্রিকার গ্রন্থাগার কক্ষে। পত্রিকার সম্পাদক সুব্রত সুন্দর জানার সঙ্গে ছিলেন অনন্যা বনফুল পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস ও সাগর কাকদ্বীপের বহু পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকবৃন্দ। বিশিষ্ট প্রবীণ সাহিত্যিক ভাগাধর বারিক, অনন্যা শুক্তি পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা শ্যামসুন্দর জানা, দঃ ২৪ পত্রপত্রিকা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সভাপতি সুকুমার মণ্ডল এবং একাধিক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মঞ্চে হাজির ছিলেন। শিশু শিল্পী সৌমিলী জানা ও শ্রীময়ী চক্রবর্তীর উদ্বোধনী সঙ্গীত ও অনন্যা শুক্তির অন্যতম উপদেষ্টা বিজয়কৃষ্ণ বেরার স্বাগত ভাষণ সহযোগে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হল। স্বরচিত কবিতা, গল্প ইত্যাদি পাঠ করলেন অর্চনা ঘোষ, সুবিমল মাইতি, মালতী প্রামাণিক, শশাঙ্ক শেখর মাইতি, ললিত মোহন নিয়োগী, সুদাম কৃষ্ণ মণ্ডল, সুমন দিণ্ডা, আশিষ কুমার ভূঁইয়া, হিমাংশু শেখর মাইতি, সত্যজিত সাঁতরা, প্রশান্ত মাইতি, মৃণালকান্তি দে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পড়ুয়া সহ প্রায় ৪০ জন কবি ও সাহিত্যিক। গান পরিবেশন করলেন মানসী সরকার (কুইতি) ও মিনু প্রধান মণ্ডল। অনুষ্ঠানের মধ্যভাগে ছিল মধ্যাহ্ন-ভোজের পরিপাটি আয়োজন।

শ্যামসুন্দর জানার প্রথম গল্প সংকলন 'পড়ন্ত বেলায়' এদিন প্রকাশিত হল। প্রবীণ বয়সে পৌঁছেও এমন সাহিত্য চর্চার উদাহরণ খুব বেশি চোখে পড়ে না। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় বেঁধে রেখেছিলেন সুব্রত সুন্দর জানা ও চিত্তরঞ্জন দাস।

কবিতা

অম্লান সত্য
অন্তরা ঘোষ কর্মকার

চিতার আগুন যেমন করে জীবন দেয় নিভিয়ে
হয় না তো সব শেষ, জীবন যায় না ফুরিয়ে।
বেঁচে থাকে তার কর্ম ধারা, বেঁচে থাকে তার নাম,
অমর হয়ে সে তো রবে চিরকাল, মরণে যাবে না হারিয়ে।
বাঁচার মত বাঁচতে হবে মাথা উঁচু করে,
চাই না হতে জীবন্মৃত, ছদ্ম মুখোস পরে।
(সরিষা, দঃ ২৪ পরগণা)

প্রতীক্ষায়
ভীম ঘোষ

এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি কতক্ষণ দুরন্ত সময়ে
পিঠে গড়িয়ে পড়ছে বিকেলের শেষ আলো।
কিছু দেব বলে বসেছিলাম, তুমি এলে না।
পাশে সন্ধ্যায় শুয়ে আছে বুড়ি নদী।
এখানে হলুদ, খসড়ায় রচিত হচ্ছে পাণ্ডুলিপি
বাঁশি বাজছে ওদের হ'ল ছুটি
অসমাপ্ত জীবনবোধে হচ্ছি ক্ষয়।
ভেতরে ও বাইরে সাক্ষী থাকছে ঘন কালো রাত
সোনপুরে স্মৃতি গুলি দুলছে মৃদু হাওয়ায়।
আজ এক পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষায়।
(শতল, কলস, ফলতা দঃ২৪ পরগণা)

যদি অথবা কিন্তু
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি শোক ভোলো
তবে কিছুটা উত্তাপ শুষে নাও
তুমিও একদিন ঈশ্বর হবে
শোকহীন মুক্ত জোছনায়

পাপ ছুঁড়ে ফেলো
শুধু পুণ্য কামাও দু'হাত ভরে
ঠোঁটে ঠোঁট চোখে চোখ রেখে
শরীরে মিশে যাও লজ্জাহীন হ'য়ে।

কতটা পাওনা কতটাই বা দরকার
বুঝতে পারোনি কোনোদিন
তবুও যাবার বেলায় সব কতটা মূল্যহীন!

যদি শোকহীন হও সমাধিতে এসো
দু'ফোঁটা অশ্রুজলে এক বিন্দু ভালোবেসো।
(বহড়ু, দক্ষিণ বারাসত, দঃ২৪ পরগণা)

একার যন্ত্রণা
শৈলেন মাইতি

নির্মম সত্যর কাছে
উজাড় করে দাও
পরাধীনতার যন্ত্রণা,
আর তাকিয়ে দেখ সভ্যতাকে
চেতনার আয়নায় –
কি চেয়েছো তুমি, আর কি পেলে
চাওয়া না পাওয়ার অঙ্কে
আতঙ্কের হাতছানি;
মুক্তির পথে সহস্র বাধা
সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছলনার ঢল
হারিয়ে যেতে যেতে দেখিয়ে যায়
আগামীর সংগ্রাম।
(বুদ্বুল, নোদাখালী, দঃ২৪পরগণা)

মাকাল
গৌর দত্ত পোদ্দার

আইনের ছুঁচ হাতে নিয়ে
লড়াই যুক্তি তর্কের সুতো,
বাদীবিবাদীর লড়াই চলে
দুর্জনে মারিছে গুঁতো।
মিথ্যার ছুরিতে সত্যকে করি হত্যা
নহিলে থাকে না তো মান –
আমারই নিজেরই সত্ত্বা!
প্রহসন চলে গীতা করাইয়া স্পর্শ,
সত্য কিনা মিথ্যা বলিব না –
করিয়া মগজ কর্ষ।
সত্যমেব জয়তে' – বাণী
এ বিচারশালার সম্বল,
জাল-জালিয়াতি চলে যাদু খেলা
ভিতরেতে চোরা অম্বল।
(ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১)

ত্যাগ
কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস

ত্যাগের মধ্যেই সমস্ত প্রাপ্তি
ত্যাগের মাধ্যমে জ্যোতি দীপ্তি
ত্যাগের মধ্যেই অন্নবস্ত্র
ত্যাগ করলে হবে না ত্রস্ত।
ত্যাগেই পাবে সুখ শান্তি
ত্যাগ করলে সুখ-নিদ্রা
ত্যাগী না হলে বৃথাই জীবন
স্বার্থপর খচেঁ ক্ষুদ্র ছিদ্র।
আশেপাশে আত্মগোপনে
কত দেব আর বিবরণ। (বড়িশা কলকাতা-৮)

ভোরের ছবি
শিবপ্রসাদ ভৌমিক

ভোরের বেলা ফুলের মেলা বাগান জুড়ে
পাতার বাঁশি বাজায় কাঁসি মিঠেল সুরে
আসছে দলে পড়বে ঢলে মৌমাছি কুল
খবর পেয়ে অবাক চেয়ে হরেক ফুল।
হলুদ পাখি যায় যে ডাকি মনের সুখে
নেইতো মানা মেলতে ডানা আকাশ-বুকে
পূবের রবি রাঙায় ছবি আকাশ নীলে
আয় এবেলা করব খেলা সবাই মিলে
সোনার আলো যেই ছড়ালো ভরল প্রাণ
খুলেই কাছি পরান মাঝি ধরল গান।
(কোন্নগর, হুগলি)

মন মহুয়ার নেশাতে
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মন মহুয়ার নেশাতে প্রাণ জুড়ালো হায়
বন্ধু আমার কইল কথা রাঙা মাটি গাঁয়।
পরব হলে পরব সাজে এদিক ওদিক যায়
নাচে মেয়ে নাচে মরদ হাতে ফুল ছড়ায়
রকমারি পোষাক পরে আনন্দে গান গায়
রাঙা শিমুল রাঙা পলাশ রঙেতে রাঙায়।
ধামসা মাদল বাজনা বাজে মন-টা ভরে যায়।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

পাইয়ে দেওয়া
ডাঃ শেখর কুমার রায়

জন অরণ্য শহর চূড়ায়
অসহায় চোখ থমকে দাঁড়ায়।
চোখে মুখে তার প্রশ্ন
ভাসে কোথায় আছি কিসের আশে?
কাকে শুধায়-যাচ্ছো কোথায়?
সবাই যেথা যাচ্ছে মশায়-
রাজার সেপাই পাতছে আড়ি
কোথায় বাড়ি – কোথায় বাড়ি?
জনস্রোতে কিসের নাচন!
নন্দীভৃঙ্গীর বিলাস বাসন।
আমরা আছি সবটা খাবো
গদী হারালে কোথায় পাবো?
তাই, ডাকছি মোরা ডাকছি
আয় ভোটের নাচন নেচে যায়।
শ্রী' শ্রী' পাইয়ে দেওয়া
রাম না লক্ষ্মী উতাল হাওয়া
তাই জোরসে বলো মিলবে কাম
কোথায় লক্ষ্মী – কোথায় রাম?
(নারিকেলডাঙ্গা, শ্যামপুর, বজবজ)

বাংলা ভাষা
মৌসুমী পাল

তোমার ভাষা, আমার ভাষা,

শিশুর মুখের প্রথম ভাষা।
ফুল, পাখি আর নদীর ভাষা,
ঝর্না, পাহাড়, স্রোতের ভাষা।
পল্লীবালার চোখের ভাষা,
প্রণয়সুখের গোপন ভাষা।
কবির মনের গভীর ভাষা,
কাজলা দিদির শ্লোকের ভাষা।
তোমার আমার প্রাণের ভাষা
এবং অভিমানের ভাষা।
আমার দেশের সরল মানুষ
কামার, কুমোর, জেলের ভাষা।
বীর শহিদের রক্তে ভেজা
কাঁটাতারটি ভাঙার ভাষা।
এই ভাষার জন্য প্রাণ দিল আজ
কত মায়ের কোলের ছেলে,
ঝরুক না হয় পুষ্পরাজি
বীর শহিদের বেদিমূলে।

বেহুলা এ গ্রামে কোনদিন পা রাখেনি
শক্তি পুরকাইত

বেহুলা এ গ্রামে কোনদিন পা রাখেনি
পা রাখেনি, ভরা বর্ষায় কিংবা গ্রীষ্মের গনগনে দুপুরে।
গাছ-গাছালির শীতল ছায়ার নীচে
দাঁড়ায়নি একবারও
শোনেনি গেরস্তের লক্ষীর পাঁচালি।
ঢেঁকিতে ধান ভানার শব্দ...
কলার মান্দাসে ভেসে যাওয়া
মৃত লখীন্দরও কখনো জানল না
মানুষের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের গল্প।
সেই কবে কপাল থেকে মুছে গেছে সিঁদুর
খেয়াল রাখেনি।
নদীতে স্নান করে ভেজা কাপড়গুলো
মেলে দেয়নি রোদ্দুরে...
উনানে চড়াইনি হাঁড়ি কতকাল।
বেহুলা এগ্রামে কোনদিন পা রাখেনি।
(ভগবানপুর, দিঘীর পাড় বাজার)

যুদ্ধ
শেফালী সরকার

যুদ্ধ, যুদ্ধ, দু-দুটো যুদ্ধ –
অগণিত মৃত্যু, আবার যুদ্ধ শুরু!
এ পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য নয়,
কালো ধোঁয়া, মিথ্যা আর মৃত্যুর হাতছানি,
ক্ষমতার লোভ, দম্ভ,
এ দেশে আর থাকবার মত সে মানুষ নেই।
পৃথিবী বড় ছোট হয়ে গেছে,
জনবসতি জুড়ে গিজগিজে ভিড়,
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নেই।
কোথাও ঠিকমত চলবার রাস্তা নেই –
ভিড় আর ভিড়, খাদ্য-বস্ত্র সবেতেই হাহাকার!
তারই মাঝে একটা সুখবর –
চাঁদের মাটিতে পা, চন্দ্রযান-৩ সফল।
চরকা-কাটা বুড়িও কোথায় হারিয়ে গেছে,
চল চাঁদে চলে যাই,
সেখানে আশার প্রদীপ জ্বালি।
যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই,
চল চাঁদের মাটিতে শান্তির পায়রা ওড়াই।
(মুর এভিন্যু, কলকাতা-৪০)

জটিল ধাঁধা
কানাই লাল সাহু

সুখের ঘরে কড়া নাড়ি, দুঃখ বলে এসো
শান্তির আশায় বসি।
ত্রিতাপ এসে হাসে, অন্ধকারে ত্রাসে
এক টুকরো রুটির জন্য, কাঙালীর বেশে বসি।
বৃষ্টিহীন মেঘ, অনন্ত তৃষ্ণা বুকে
সবুজের মৃত্যু প্রহর।
নিরন্নের জল ফোঁটা হাঁড়িতে গন্ধহীন ধোঁয়া।
হাঁটতে গিয়ে কাঁটার রাশি পায়ে পায়ে
কে বাঁকালো কপাল আমার,
কেমন এ জটিল ধাঁধা।
(দীনেশ পল্লী, কলকাতা-৯৩)

এর আগেও আমি
মৌনি মণ্ডল

এর আগেও আমি নিজের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি
তারপরেই হেস্টিংস-এ ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায়
আমার দাঁত উপড়ে যায়, ডান পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়
রক্তাক্ত হই চরম ভাবে
আর মৃত্যুকে ছুঁয়ে ফিরে আসি।
অর্পিতা লাহিড়ী জানে না, সে নিজে এই কবিতা লিখেছে।
(যাদবপুর, কলকাতা)

নিরাময়
নীহার রঞ্জন হালদার

কঠিন বাস্তবের ধূসর ধূলি মাড়িয়ে
আগিয়ে চলে জীবন
পদে পদে তার প্রলম্ব মায়ার ফাঁদ
মায়াবী মায়ার ছলে আসে কত বহুরূপী
তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে ভুলে আপন অস্তিত্ব
ক্ষুদের নাড়ুর বিনিময়ে পেয়ে যাওয়া কোন ইমারত
অন্তরের ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা শিশির
সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে
পড়তে থাকে টুপ টুপ
বাথিত হিয়ার ক্ষত নিরাময়ের মলম সব শেষ।
(রাজনগর, দঃ২৪ পরগনা)

জীবনের পথ
নির্মল কুমার প্রধান

সহজিয়া ধাতু আর সোজা নক্সা
মাধুর্যও সৌন্দর্যের যুগলবন্দীতে
ভরে তুললে অলংকারিক ছন্দে
জীবন হয় সুন্দর, মনোরঞ্জনকারী।
সে পথ ধরেই হাঁটার ইচ্ছে ও বাঞ্ছা
ফলে ফসলে ভরে দেয় মাঠ-জমিকে
উৎকর্ষতা লাভ করে চাষ আবাদ
ধন্য হয় প্রতিক্ষীত কিষাণ-কিষাণী।
জীবন মানে তো সহজ সরল পথ
কুসুমিত ভাবনা জলে-বাতাসে পুষ্ট
রোদ্দুর সেখানে সততার নিত্য তাপ
মহীরূহ করে তোলে আগামী-কে।
মোহনার গন্ধ ঝরে সে নদীর বুকে
যে চেনে সবুজ পাড়, নীল দিগন্ত
বুকে ধরে জোয়ার-ভাঁটার ঢেউ রাশি
আর সহজিয়া কণ্ঠের কুলুকুলু তান।
(পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগনা)

স্বপ্ন অভিলাষ
স্মৃতি দত্ত

ঘরবন্দী হলেও আকাশটা আছে,
জানালাও খোলা
নাও খানি পবনের, আকাশ সমুদ্র
মেঘ ও রোদ্দুরের কত যে রহস্য
ভেজা বাতাসে বিদ্যুল্লেখা
অচেনা এক ভুবনের দরজা খুলি
মিয়ানো অন্ধকার জোনাকির চকমকি
অপ্রসন্ন হই না –
হাঁড়িতে ফুটন্ত অন্ন
জলোচ্ছ্বাসে উপচানো ভালোবাসার
থালা ভরে ওঠে শিউলির সুবাস
ভাবনার জানে খলাত খলাত করে শব্দকল্পদ্রুম
চকিত চাহনির মণি জুড়ে উল্লাস
সুপ্ত আঁচড় কাটে স্বপ্ন অভিলাষ।
(সারদা পার্ক, কলকাতা-৮৪)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়।
সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611)

CamScanner

আঁতস কাঁচে

রাহুল আনফিট

নির্বাচকরা নাম রাখলেও, টেস্ট দলে আর ফেরা হল না কেএল রাহুলের। চোট সারেনি। তৃতীয় টেস্ট থেকে তাই ছিটকে গেলেন কেএল রাহুল। আপাতত এনসিএ'তেই রয়েছেন। জানা গেছে, দীর্ঘ ব্যাটিংয়ে এখনও ব্যথা অনুভব করছেন। বিসিসিআই মেডিক্যাল বোর্ড জানিয়েছে, আরও অন্তত একসপ্তাহ বিশ্রাম প্রয়োজন রাহুলের। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তাঁর পরিবর্তে কর্ণাটকেরই দেবদত্ত পাড়িক্কলকে দলে নিয়েছে ভারত।

জিতল বাগান

হাবাস আসতেই আইএসএলে ঝলমলে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস। ড্র করলেও, ঘরের মাঠে পরের ম্যাচেই ঠিকই জয় ছিনিয়ে নিল হাবাস ব্রিগেড। যুবভারতীতে হায়দরাবাদ এফসিকে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। ম্যাচে ১২ মিনিটে প্রথম গোল করে সবুজ মেরুন ব্রিগেডকে এগিয়ে দেন অনিরুদ্ধ থাপা। এরপর বিরতির আগে অতিরিক্ত সময়ে দ্বিতীয়বার হায়দরাবাদের জালে বল ঠেকান জেসন কামিন্স। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। বেশ কিছু সহজ সুযোগ হাতছাড়া না করলে আরও বেশি গোলে জিততেই পারত মোহনবাগান।

ইস্টবেঙ্গলের হার

নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডকে প্রথম দেখায় হারালেও, এবার হেরেই বসল কুয়াদ্রাতের লাল হলুদ ব্রিগেড। খেলার ফল ৩-২। প্রথমার্ধেই ২ গোলে পিছিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। সেখান থেকে প্রথমে নন্দকুমার ১ গোল করে ব্যবধান কমান। কিন্তু ফের নর্থ ইস্ট গোল দিলে ব্যবধান বেড়েই যায়। ইস্টবেঙ্গলের হারা ম্যাচে প্রাপ্তি একমাত্র, মাঠে নেমেই ফেলিসিও ব্রাউন ফোর্বসের গোল। তাঁর গোলেই ফের ব্যবধান কমলেও, হার বাঁচাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। দুই নতুন বিদেশির অভিষেক হল ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে। দু-জনকেই দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নামানো হয়। ফেলিসিও ব্রাউন নামেন ৬২ মিনিটে। ভিক্টর ভাসকুয়েজ নামেন ৭৬ মিনিটে। রেড কার্ড দেখায় পরের ম্যাচ খেলতে পারবেন না। উল্লেখ্য, প্রথম দেখায় এই নর্থইস্টের বিরুদ্ধেই পাঁচ গোলে জিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ইস্টবেঙ্গল।

আইপিএলে জোসেফ

গাব্বায় দুরন্ত বোলিং। জীবনটাই যেন পাল্টে গেল শামার জোসেফের। এবার আইপিএল মাতাতেও দেখা যাবে তাঁকে। ক্যারিবিয়ান এই তারকাকে দলে নিয়েছে লখনৌ সুপারজায়ান্টস। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকার পারফরম্যান্স দেখে তাঁকে আগেই দলে নিয়েছিল পিএসএল। এবার আইপিএলও খেলবেন তিনি। লখনৌ সুপারজায়ান্টস জানিয়েছে, মার্ক উডের পরিবর্তে শামার জোসেফকে তারা দলে নিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ৩ কোটি টাকার বিনিময়ে শামার জোসেফ খেলবেন আইপিএলে প্রথমবার। গত আইপিএল নিলামে ২০ লাখ ন্যূনতম মূল্যেও অখ্যাত শামার জোসেফকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। ক্যারিবিয়ান পেসার তখন ছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটার। এবার অবশ্য কাহিনিই বদলে গেছে জোসেফের জীবনের। একসময়ে নিরাপত্তাকর্মীর কাজ করা জোসেফ যে কোনও দলের সম্পদ হতে পারেন, তা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে সুযোগ পেয়েই প্রমাণ করেছেন।

ডালহৌসি লিগ

কলকাতায় শুরু হতে চলেছে ডালহৌসি প্রিমিয়ার লিগ। আট দল নিয়ে হবে টেনিস বলের এই টুর্নামেন্ট। ২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ময়দানের ডালহৌসি অ্যাথলেটিক ক্লাবের টেনিস লনে হবে দু'দিন ব্যাপী দিন-রাতের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। খেলা শুরু বিকেল চারটেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত আটটায় ফাইনাল।

সাফ কাপের ফাইনালে চূড়ান্ত নাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯০ মিনিটের ম্যাচ গড়াল প্রায় পাঁচ ঘণ্টায়। ম্যাচ কমিশনারের একটি ভুলের খেসারত দিতে হল ভারতকে। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা সত্ত্বেও বদলালেন সিদ্ধান্ত। এই ম্যাচকে কেন্দ্র করে ঢাকার স্টেডিয়াম উত্তপ্ত হয়ে যায়। ক্ষেপে ওঠে দর্শকরা। মাঠে পড়ে বোতল। শেষপর্যন্ত ভারত এবং বাংলাদেশকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তবে তার আগে প্রচুর নাটক চলে। বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময় ১-১ গোলে শেষ হয় খেলা। ফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৮ মিনিটে এগিয়ে যায় ভারত। গোল করেন শিবানী দেবী। কিন্তু অন্তিমলগ্নে সাগরিকার গোলে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। কোনও দলই পেনাল্টি মিস করেনি। সেখানে স্কোর ১১-১১। প্রত্যেকেই গোল করেন। যার ফলে টসের মাধ্যমে বিজয়ী বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রেফারি। টসে ভারত জেতে। সেলিব্রেশনও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাংলাদেশ ফুটবল দলের কর্তারা। তাঁরা রেফারির সঙ্গে আলাদা কথা বলেন। তার কিছুক্ষণ পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন রেফারি এবং কমিশনার। কারণ নিয়ম অনুযায়ী, যতক্ষণ না মীমাংসা হচ্ছে, ট্রাইব্রেকারে সাডেন ডেথ চলার নিয়ম। ভুল শুধরে নিতে দু'দলের ফুটবলারদের ডেকে আবার টাইব্রেকার শুরু করার কথা জানান রেফারি। কিন্তু সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় ভারতীয় দল। ভারতের ফুটবলাররা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। রেফারি সিদ্ধান্ত নেন, ৩০ মিনিটের মধ্যে ভারতের ফুটবলাররা মাঠে না ফিরলে বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে দেওয়া হবে। কিন্তু এক ঘণ্টা কেটে গেলেও ভারতীয় দল মাঠে ফেরেনি। দুঘণ্টা অপেক্ষা করার পর শেষমেষ পরিস্থিতি সামলাতে ভারত এবং বাংলাদেশকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু গোটা ঘটনায় অবাক বিশ্বফুটবল। রেফারির সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই ভুল হয়। কিন্তু এভাবে সিদ্ধান্ত বদলে ম্যাচের রেজাল্ট পাল্টে দেওয়ার ঘটনা এর আগে ঘটেছে কিনা জানা নেই।

জেলা পরিষদ কাপে জয়ী মিলনগড়

আমিরুল ইসলাম, মালদা : মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের মশালদহ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মাটিয়ারিতে আট দলীয় নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের জেলা পরিষদ কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল রবিবার দিন বিকেলে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত ও প্রাক্তন খেলোয়াড়দের স্মরণে নিরবতা পালন করে ফাইনাল খেলার শুরু হয়। দর্শক ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলে হিলি একাদশ এবং মিলনগড় একাদশ। ১-০ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয় মিলনগড়। ১ টি গোল করে ম্যান অফ দা ম্যাচ হয় সনাতন মার্ডি।গোটা টুর্নামেন্টে ৬ গোল করে ম্যান অফ দা সিরিজ হয় শ্যাম লাল মুর্মু।

এদিন ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন, মালতিপুর বিধানসভার বিধায়ক রহিম বক্স, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন, জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান, পৃষ্ঠপোষক তথা জেলা পরিষদের সদস্য জহিরউদ্দিন বাবর, জেলা তৃণমূলের সাধারন সম্পাদক জম্মু রহমান, তৃণমূল সভাপতি তবারক হোসেন, কামরুল ইসলাম,বরকত খান, মীর মুশারফ, আব্দুল বারী, ফারুক আবদুল্লাহ সহ বিশিষ্টজনেরা। জয়ী দলকে ট্রফি ও ৫১ হাজার আর্থিক পুরস্কার এবং রানার্সকে রানার্স ট্রফি ও ৪১ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

ঈশানদের কড়া বার্তা বিসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় দলে ফিরতে হলে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতেই হবে। শুধু আইপিএল-এ খেললেই হবে না। ঈশান কিষানের মতো ক্রিকেটারদের এই বার্তা দিচ্ছে বিসিসিআই। সম্প্রতি ভারতের সিনিয়র দলের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেন, জাতীয় দলে ফিরতে হলে যে কোনও পর্যায়ের ক্রিকেট খেলতে হবে ঈশানকে। কিন্তু তারপরেও এই উইকেটকিপার-ব্যাটার রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ খেলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। কিরণ মোরের অ্যাকাদেমিতে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও ক্রুণাল পাণ্ডিয়ার সঙ্গে অনুশীলনে ব্যস্ত ঈশান। তিনি আইপিএলের জন্য তৈরি হচ্ছেন। কিন্তু বিসিসিআই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ক্রিকেটার যদি ফিট থাকেন এবং জাতীয় দলের বাইরে থাকেন, তাহলে তাঁকে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতেই হবে। শুধু যে ক্রিকেটাররা ফিট নন এবং জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাদেমিতে আছেন, তাঁদের রঞ্জি খেলা থেকে রেহাই দেওয়া হবে। ২০২৩ সালের শেষদিক থেকে জাতীয় দলের বাইরে ঈশান। ঝাড়খণ্ডের হয়ে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলছেন না এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। এবার বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে কড়া বার্তা দেওয়া হচ্ছে। বিসিসিআই-এর নির্দেশ অনুযায়ী না চললে সমস্যায় পড়বেন ঈশান।

বিদেশে ফুটবল! স্বপ্নভঙ্গ ৬ বাঙালি ফুটবলারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বপ্নভঙ্গ হল ৬ বাঙালি ফুটবলারের! বিদেশের মাটিতে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ মিলল না তাদের। এখনও সেই ছয় ফুটবলারকে স্পেনে পাঠাতে পারল না ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ)। স্বাভাবিকভাবে এর জন্য মানসিকভাবে হতাশ হয়ে পড়েন সেই তরুণ ফুটবলার সহ তাদের পরিবার। যদিও এই বিষয়ে নিজেদের যুক্তি পেশ করা হয়েছে আইএফএর তরফ থেকে। সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানান যে ৬ জনের মধ্যে পাঁচজনের ভিসা প্রথম দফায় বাতিল করে স্পেনের দূতাবাস এবং একজন সময়মতো পাসপোর্ট তৈরি করতে পারেননি। অন্যদিকে, সেই ফুটবলারদের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তা পূরণ না হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে সকলে। পাশাপাশি, তারা এটাও জানান যে দিনদিন হতাশ হয়ে পড়ছে তাদের ঘরের ছেলেরা। গতবছর, অর্থাৎ ২০২৩ সালের, মে মাসে আইএফএ ও বাংলা নাটক ডট কম যৌথভাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিল যে বাংলা থেকে ছয় প্রতিভাবান ফুটবলারকে স্পেনের ক্লাব সিএফ মন্ত্রিল ক্লাবের অ্যাকাডেমিতে ২১ দিনের ট্রায়ালের জন্য পাঠানো হবে এবং যদি স্প্যানিশ কোচের নজরে তারা উত্তীর্ণ হয়, তাহলে স্পেনের পঞ্চম ডিভিশনে তারা খেলার সুযোগ পাবে। কিন্তু এক বছর হতে যায়, তা সত্ত্বেও একটি ধাপও এগোতে পারল না তারা। এই প্রসঙ্গে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'এই ছয় ফুটবলারদের মধ্যে পাঁচজনের ভিসা প্রথম দফায় বাতিল করে দিয়েছে স্পেনের দূতাবাস এবং আরেকজন সময়মতো পাসপোর্ট বানাতে পারেনি। এবার আপনারাই বলুন এতে এখন আমাদের কি করার আছে?' এবিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পালও। তিনি জানান যে এর জন্য বদনাম হচ্ছে আইএফএর। সৌরভ পাল বলেন, 'কোনও টেকনিক্যাল সমস্যা হয়ে থাকলে সেটা আইএফএকে দায়িত্ব জানানো। এতে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। আমি বুঝতে পারছি না কেন আইএফএ এমন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়?'

শহরে এসে ওড়ালেন ঘুড়ি, সন্দীপ পাতিল বললেন এখন আর খেলাই দেখি না

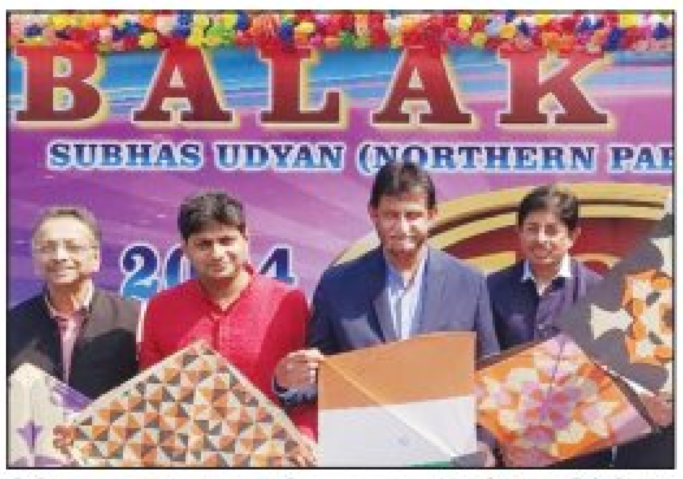

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেন্দ্র সিং ধোনি যখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক, তখন ভারতের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন সন্দীপ পাতিল। মুম্বইকর সন্দীপ নাকি এখন আর খেলাই দেখেন না। কলকাতার নর্দার্ন পার্কে বালক সঙ্ঘ ক্লাবের শতবর্ষের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ। তিরাশির বিশ্বকাপ জয় যেমন ভারতীয় ক্রিকেটের উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে, তেমনই বিসিসিআইকে বিশ্বে সমাদৃত করে আজ এই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যে জগমোহন ডালমিয়ার অবদানের কথা উল্লেখ করেন সন্দীপ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া প্রমুখ। দীর্ঘদিনের বন্ধু বরুণ বর্মনের সঙ্গে দেখা হওয়ার খুশি গোপন রাখলেন না সন্দীপ। আবার বলেন, কলকাতায় যেমন দিদি আছেন, তেমনই দাদাও (সৌরভ) রয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটে সৌরভের অবদানের প্রশংসাও শোনা যায় সন্দীপের গলায়। সন্দীপ পাতিলকে এই অনুষ্ঠানে ঘুড়ি ওড়াতেও দেখা যায়। তিনি বলেন, জগমোহন ডালমিয়া চাইতেন আমি বাংলায় এসে কিছু করি। সিএবি পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে খুব ভালো কাজ করছে। ক্রিকেটারদের তুলে আনার পিছনে যা জরুরি। বাংলায় একটি স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হচ্ছে, সেখানেও সিএবির সহযোগিতা দরকার। ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে অবশ্য নিরুত্তাপ সন্দীপ পাতিল। বিরাট কোহলি ব্যক্তিগত কারণে ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ টেস্টের সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ব্যক্তিগত কারণে এভাবে দেশের হয়ে না খেলা কতটা যুক্তিসঙ্গত সেই প্রশ্নের উত্তরে সন্দীপ বলেন, আমার সৌভাগ্য এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি। তবে এটা বিরাট, বিসিসিআই আর নির্বাচকদের ব্যাপার। ঈশান কিষাণকে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তিনিও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দেশের হয়ে খেলা থেকে আপাতত সরে দাঁড়িয়েছেন। ভারতের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেছেন, দলে ফিরতে কিছু না কিছু ক্রিকেট ঈশানকে খেলতেই হবে। সন্দীপ এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমি হ্যাপিলি রিটায়ার্ড। ক্রিকেট খেলা দেখি না। জানিই না ভারতীয় দলে কারা এখন খেলছেন। তবে চাই ভারত যেখানেই খেলুক না কেন জিতুক। যদিও কী কারণে তাঁর এই নিস্পৃহ থাকা, তার কারণ খোলসা করেননি সন্দীপ।

দর্শকশূন্য মাঠেই খেলছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আই লিগে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একের পর এক বড় দলকে হারিয়ে তারা। যদিও একটি ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হয়েছে সাদা কালো ব্রিগেডকে। রক্ষণভাগ হোক কি আক্রমণ, সবকিছুই রয়েছে ছন্দে। তবে দিনের শেষে, এই মুহূর্তে তারা রয়েছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে। এখনও পর্যন্ত তাদের মোট সংগ্রহ ১৩ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট। তবে তাদের শেষ হোম ম্যাচে দর্শকদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যা দেখে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে যায় ক্রীড়াপ্রেমী থেকে শুরু করে আই-লিগ কর্তৃপক্ষ সকলেই। এবার যাতে বিশৃঙ্খলা না হয় তার জন্য পদক্ষেপ নিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এবার দর্শকশূন্য মাঠে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা এবং এই বিষয়ে একটি বিবৃতিও জারি করা হয়েছে ক্লাবের তরফ থেকে, যাতে বলা হয়েছে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ও পরিস্থিতি এড়াতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্লাবের তরফ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমাদের গত হোম ম্যাচে দর্শকদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল চরম অশান্তি। এরপর সকল স্টেকহোল্ডার থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আই লিগে আমাদের পরবর্তী দুটি হোম ম্যাচ খেলা হবে দর্শকশূন্য অবস্থায়।' তবে ফুটবল মাঠে এমন ঘটনা একেবারেই নতুন কিছু নয়। এর আগেও বহুবার এমন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ফুটবল ময়দান।

হোম সিরিজে নেই কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ বছরে এই প্রথম! বিরাট বিরতিতেই থাকলেন গোটা সিরিজ। নিজের কেরিয়ারে এই প্রথম হোম সিরিজ মিস করলেন বিরাট কোহলি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টে ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়ানোর পর, শেষ তিন টেস্টেও খেলতে পারবেন না জানিয়ে দিলেন কোহলি। দল নির্বাচনের আগে অনলাইনে আলোচনায় বসেছিলেন নির্বাচকরা। সেখানেই কোহলি জানান ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের বাকি তিনটি টেস্ট তাঁর পক্ষে খেলা সম্ভব হবে না। বিসিসিআই জানায়, বোর্ড পুরোপুরি সম্মান ও সমর্থন জানায় বিরাটের সিদ্ধান্তকে। ফের বিরাটের ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে চর্চা না করে, তাকে সম্মান করার জন্য ফ্যান ও মিডিয়ার কাছে আর্জি জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

ভারতের কাছে জুজুই' হয়ে রইল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ওয়ানডে বিশ্বকাপ, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ- গত ৮ মাসে আইসিসি ইভেন্টের তিনটি শিরোপা জিতল অস্ট্রেলিয়া। প্রতিবারই অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতকে হারিয়ে। আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে ভারতের কাছে যেন এক জুজুই' হয়ে রইল অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার হ্যাটট্রিকের শুরুটা হয়েছিল গত বছরের জুনে লন্ডনের ওভালে। ২০১৯-২১ এর পর ২০২১-২৩ আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় চক্রেরও ফাইনালে ওঠে ভারত। ভারতের কাছে লন্ডনের ফাইনাল ছিল প্রথম হারের ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর সুযোগ। তবে জয় তো দূরে থাক, ভারত ন্যূনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। ২০৯ রানে জিতে অস্ট্রেলিয়া আইসিসি ইভেন্টে চক্র পূরণ করে ফেলে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ- সব ইভেন্টেই শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়ে অজিরা। একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়েছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ও বেনোনির উইলোমুর পার্কেও। দুই জায়গাতেই ভারত একতরফাভাবে হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। গত বছরের ১৯ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের হেক্সা মিশন পূর্ণ করেছে। তার প্রায় ২ মাস পর গতকাল বেনোনিতে ভারতকে ৭৯ রানে হারিয়ে ২০২৪ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ওয়ানডে সংস্করণের দুই ফাইনালে ভারতের হারার কারণ হচ্ছে ধাক্কা সামলে দ্রুত প্রতিআক্রমণ করতে না পারা।

এছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও ২০২৪ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ-দুই টুর্নামেন্টে ভারতের গল্পটা একই। ফাইনালের আগে সব ম্যাচ জিতেছে তারা। গত বছরের বিশ্বকাপে দল ছিল ১০টি ও হয়েছিল রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে। সেমিফাইনালসহ টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছে ভারত। এই ১০ ম্যাচের মধ্যে লিগ পর্বে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড যা একটু পরীক্ষায় ফেলতে পেরেছিল। বাকি ৮ ম্যাচ ভারত দাপটের সঙ্গে জিতেছে। এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড-তিন দলকে হেসেখেলে হারিয়েছে ভারত। এরপর সুপার সিক্সে নিউজিল্যান্ড, নেপাল এই দুই দলকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয়রা। সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাই যা একটু চাপে ফেলতে পেরেছিল ভারতকে। ২৪৫ রান তাড়া করতে নেমে ভারত ৩২ রানেই হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট। শেষ পর্যন্ত ভারতীয়রা ম্যাচ জেতে ৭ বল হাতে রেখে ২ উইকেটে। ফাইনালের আগে কোনো পরীক্ষায় না পড়া একটা বড় কারণ। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ফাইনালে টস হেরে ব্যাটিং পেয়েছিল ভারত। ১ লাখেরও বেশি দর্শকের সামনে সেদিন রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত প্রথম ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৮০ রান তুলে ফেলে। এরপরই অস্ট্রেলিয়ার নিখুঁত বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে নিজেদের যেন খোলসে পুড়ে ফেলে ভারত। ৫০ ওভার ব্যাটিং করেও ২৪০ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত। রান তাড়া করতে নেমে ৪৭ রানে ৩ উইকেট হারালেও অজিরা ৭ ওভার হাতে রেখে জিতে যায় ৬ উইকেটে। বেনোনিতে প্রথমে ব্যাটিং করে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ৭ উইকেটে ২৫৩ রান। ২৫৪ রান তাড়া করতে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ভারত ৪৩.৫ ওভারে ১৭৪ রানে অলআউট হয়েছে। ফলে ফাইনালে বেশি প্রত্যাশার চাপ নিয়ে খেলাও অন্যতম কারণ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com